www.facebook.com/purbottar

Bengali fortnightly newspaper

www.purbottar.in

RNI No. 71057/96

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ ২৫, সংখ্যাঃ ২০, কোচবিহার, শুক্রবার, ৮ অক্টোবর – ২১ অক্টোবর ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮ Vol. 25, Issue: 20, Cooch Behar, Friday, 8 October - 21 October 2021, Page: 8 ₹ 3.00

উদয়নেই ভরসা মমতার

দিনহাটা উপনির্বাচন

দিনহাটা: ৩রা অক্টোবর ভবানীপুর উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল জয়ের দিনেই দিনহাটা উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করলো তৃণমূল কংগ্রেস। সামান্য ভোটে পরাজিত গতবারের প্রার্থী উদয়ন গুহের উপরে ভরসা রাখলো দলের সুপ্রিমো। উপ নির্বাচন ঘোষণা হলেও দলের প্রার্থী নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষনায় সেই জল্পনার অবসান হল। ফের দল তাঁকে প্রার্থী করায় আপ্লুত উদয়ন বাবু। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের পরে বিজেপির দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয়ে কোলকাতায় চিকিৎসার সময় মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছিলেন তিনি ফের তাঁকে প্রার্থী করবেন। দলনেত্রীর উপর ভরসা ছিল ছিল। ২০১৬ সালের মত এবারের উপনির্বাচনে খোদ দলনেত্রী প্রকাশ্যে তাঁকে প্রার্থী ঘোষণা করলেন। সবাইকে সাথে নিয়ে লড়াই করে তিনি বিজেপিকে পরাজিত করবেন বলে আশাবাদী।

২০২১ এর মহা লড়াই এ ৫৭ ভোটে উদয়ন গুহ বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। তরুণ তুর্কী বিজেপি নেতা তথা কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক বিধানসভায় জিতে শপথ নেননি বরং দলের নির্দেশে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন। ফলে বিধায়ক শূন্য হয়ে পড়ে দিনহাটা। নতুন করে বিধায়ক নির্বাচনের জন্য উপ নির্বাচন ঘোষণা করে নির্বাচন করে কমিশন। ৩০ অক্টোবর দিনহাটা সহ রাজ্যের চারটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে। তবে নির্বাচন ঘোষণা হলেও প্রার্থী ঘোষণা বাকি রেখেছিল তৃণমূল। ৩রা অক্টোবর দলনেত্রীর নির্বাচনী রায়ের অপেক্ষায় ছিল তারা। আর রেকর্ড ভোটে জিতে ওই

উদয়ন গুহ

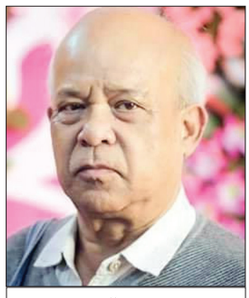

অশোক মন্ডল

দিনই চারটি উপনির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং।

রাজ্যে তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় এলেও কোচবিহারে ভরাডুবি ঘটে শাসক দলের। রাজ্যের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী সহ তৃণমূলের রথী মহারথীরা পরাজিত হয় কোচবিহারে।

পৃষ্ঠা...২

উদয়ন জয়ী অশোকই তুরুপের তাস বিজেপির

দিনহাটা: উত্তরবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম বিধায়ক ছিলেন অশোক মন্ডল। ২০০৬ সালে তৎকালীন দাপুটে নেতা উদয়ন গুহকে পরাস্ত করে সিংয়ের গুহায় ঘাসফুল ফোটান তিনি। পরবর্তীতে গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে দলবদল করে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। এবার দিনহাটা উপনির্বাচনে উদয়নের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়বেন অশোক মন্ডল। তবে এবার উদয়ন গুহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঘাসফুল চিহ্নে আর ফুল বদল করা অশোকের প্রতীক হবে পদ্ম। অশোকের সামনে এবার বড় চ্যালেঞ্জ কারন মাত্র ৫৭ ভোটে জয়ী হওয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের দিনহাটা আসন বিজেপির দখলে রাখা। এই চ্যালেঞ্জকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছে অশোক মন্ডল। তিনি বলেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের শক্ত ঘাঁটি তৎকালীন দিনহাটায় সাধারণ মানুষকে ভোট না দিয়ে আমাকে জিতিয়েছিল। এখনো তারা উদয়ন গুহের হাত থেকে পরিত্রান চাইছেন। তাই আবার আমার জয় নিশ্চিত হবে।

এইবারের বিধানসভা নির্বাচনে দিনহাটা থেকে জয়ী হন কুচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামানিক। কিন্তু দলীয় নির্দেশ বিধায়ক পদে শপথ না নিয়ে ইস্তফা দেন তিনি। মাত্র ৫৭ ভোটে জয়ী দিনহাটা কেন্দ্রে তাই উপনির্বাচন হচ্ছে। নিজেদের দখলে থাকা দিনহাটা কেন্দ্র ধরে রাখতে এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে অশোক মন্ডল কে। তৃণমূল ত্যাগী এই অশোকের হাতেই জীবনের প্রথম ভোটে পরাজিত হন উদয়ন গুহ। সোশ্যাল মাধ্যমে উদয়ন বাবু এই নির্বাচনকে তার জীবনের শেষ নির্বাচন বলে দাবি করছেন। আর জীবনের শেষ নির্বাচনের' প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছেন অশোক মন্ডল। অশোকের হাতে পরাজিত হন নাকি জীবনের শেষ ভোট যুদ্ধে শেষ হাসি হাসেন উদয়ন গুহ তাই দেখার। কবে বিনাযুদ্ধে মেদিনীর একাংশ ছাড়তে নারাজ একে অপরকে।

পৃষ্ঠা...২

বিজ্ঞানে অবদানের জন্য "ভাটনগর" এলো দিনহাটায়

দিনহাটা: নাসার হার্বাল টেলিস্কোপ ব্রহ্মান্ডে আলোর উৎসের সন্ধান দিতে পারেনি। সেই আলোর উৎস সন্ধানে দিশা দেখিয়েছিলেন কোচবিহারের দিনহাটা স্কুলের পড়ুয়া। সেই গবেষণা সাড়া ফেলেছিল পৃথিবীর মহাকাশ বিজ্ঞনী মহলে। আর তারই ফল স্বরূপ আজ সেই বঙ্গ সন্তান কনক সাহা ২০২১ সালের ফিজিক্যাল সায়েন্স বিভাগে শান্তি স্বরূপ পেলেন ভাটনগর পুরস্কার। ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কারের তালিকায় মোট এগারো জন পুরস্কার প্রাপকের মধ্যে চারজনই বাঙালি। শুধু কনকবাবুই নন, এই তালিকায় রয়েছেন কনিষ্ক বিশ্বাস, দেবদীপ মুখোপাধ্যায় ও অনীশ ঘোষ।

একদা দিনহাটার সারদা পল্লীর বাসিন্দা কনকবাবু বর্তমানে পুণের ইউনির্ভাসিটি

কনক সাহা

সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি ও অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। গরিব পরিবারে জন্ম এই অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের চলার পথ ছিল বড়ই কঠিন। কোচবিহারের দিনহাটা স্কুল, কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে এবং বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তনী প্রথম সারির বিজ্ঞানী হিসেবেই পরিচিত। নাসার হাবাল টেলিস্কোপ ব্রহ্মান্ডে আলোর উৎসের সন্ধান দিতে পারেনি। কিন্তু ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ অ্যাস্ট্রোস্যাট ৯৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের একটি নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আসা অতি বেগুনি রশ্মি চিহ্নিত করেছিল এবং তা থেকেই আলোর উৎস সন্ধানে দিশা দেখান কনকবাবু সহ একদল বিজ্ঞানী। ২৬ সেপ্টেম্বর পুণেতে কনক বাবুর সাথে কথা বলা হলে, তিনি বলেন, খবরটা শুনে বেশ ভালো লাগল। এই পুরস্কার অপ্রত্যাশিত। এত তাড়াতাড়ি পাবো ভাবতে পারিনি।

চলতি বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি বিভাগে খড়গপুর আইআইটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর দেবদীপ মুখোপাধ্যায় ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি এই আইআইটির প্রাক্তনী। জানা গেছে, দেবদীপবাবুর গবেষণা মূলত ক্রিপ্টোগ্রাফি(যে প্রযুক্তির উপর কম্পিউটারের তথ্য সুরক্ষিত থাকে) এবং কম্পিউটার আর্কিটেকচারের উপরে। মূলত কীভাবে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের তথ্য সুরক্ষিত রাখা যায় সেটাই এই বিজ্ঞানীর মূল লক্ষ্য।

কনকবাবু এবং দীপকবাবুর বিভাগে তারাই একমাত্র পুরস্কার প্রাপক। গণিতে যে দুজন এবার ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের অনীশ ঘোষ। তাঁর গবেষণা মূলত আর্গোডিক এবং নম্বর থিয়োরী নিয়ে।

ক্যামিক্যাল সায়েন্স বিভাগেও এবার দুজন পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে একজন বাঙালি।

পৃষ্ঠা...২

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা মিলবে নভেম্বর থেকে

কোচবিহার: পুজোর মাসেই বাংলায় লক্ষ্মীর ভান্ডারে খাতে মহিলাদের আকাউন্টে টাকা ঢুকবে। তবে অক্টোবর মাসে সেই টাকা আসবে না কোচবিহারের লক্ষ্মীদের ঘরে। ৩০ অক্টোবর দিনহাটায় নির্বাচন থাকায় এই মাসে টাকা পাবেন না তারা। নির্বাচন বিধির গেরোয় কোচবিহার সহ দুই চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলাতেও এই মাসে চালু হচ্ছে না লক্ষ্মীর ভান্ডার।

কোচবিহার

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য ব্যাপী দুই পক্ষকাল ধরে চলা দুয়ারে সরকারে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য আবেদন করেছে। তাঁর মধ্যে দেড় কোটি আবেদন পত্র মঞ্জুর হয়েছে। বাকিগুলি যাচাই করা হচ্ছে। অক্টোবর থেকেই লক্ষ্মীদের ভান্ডারে সরকারী টাকা জমা পড়বে। রাজ্য সরকারের ঘোষণা মত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই তারা টাকা পাবেন।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করেছে অর্থ দপ্তর। কিন্তু নির্বাচনী বিধির গেরোয় কোচবিহার সহ চার জেলার মহিলারা অক্টোবর মাসে সেই টাকা পাবেন না। নির্বাচন বিধি কেটে গেলেই তাদের আকাউন্টে বরাদ্দ টাকা ঢুকবে। তখন সেপ্টেম্বর মাস থেকেই তাদের জন্য মোট বরাদ্দ টাকা তারা পেয়ে যাবেন।

বাম কিংবা ডান, আজও তিমিরেই কোচবিহারের পর্যটন

কোচবিহার: সাবেক দেশীয় রাজ্য কোচবিহারকে পর্যটন বিকাশের সম্ভবনা প্রচুর থাকলেও তা বিকশিত হচ্ছে না। পর্যাপ্ত প্রচার আর পরিকাঠামোগত বিকাশের কারনে কোচবিহারের পর্যটন বিকাশ তিমিরেই থেকে গেছে। অথচ সর্ব ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অনেক দেশীয় রাজ্যের পুরোনো ইতিহাস ও ধর্মীয় ঐতিহ্য কে বিকশিত করে পর্যটনের ব্যাপক প্রসার হয়েছে। গুজরাট বা রাজস্থানের দেশীয় রাজাদের ইতিহাস জানার জন্য পর্যটকদের ঢল নামে। কিন্তু বাম থেকে ডান , গেরুয়া কোনো শিবিরেই কোচবিহারের পর্যটন কে প্রচার ও প্রসারে গুরুত্ব না দেওয়াতে প্রসারিত হচ্ছে না কোচবিহারের পর্যটন সম্ভবনা।

স্বাধীনতার কয়েক দশক পেরিয়ে গেলেও কোচবিহারে গড়ে উঠেনি বৃহৎ শিল্প। বৃহৎ শিল্প তৈরিতে সমস্যা থাকলেও পর্যটনকে ঘিরে কর্মসংস্থানের দারুন সম্ভবনা রয়েছে এই জেলায়। জেলার পর্যটন বিকাশ হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হাজার হাজার ছেলে মেয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই লাগাম লাগানো যাবে। আর এই পর্যটন কেন্দ্রীক কর্ম সংস্থানের জন্য প্রয়োজন সঠিক ও পরিকল্পিত সরকারী উদ্যোগ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথ ভাবে প্রচেষ্টা করলে খুলে যাবে পর্যটনের অপার সম্ভবনা।

কোচবিহার ছিল ইংরেজদের করদ মিত্র রাজ্য। সেই সুবাদে ব্রিটিশ রাজ পরিবারদের ঘনিষ্ট ছিল কোচবিহার রাজাদের বংশধররা। ইউরোপীয় প্রাচীন রাজ পরিবারদের সাথে সম্পর্ক থাকায় অনেকেই কোচবিহার রাজাদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

পৃষ্ঠা...২

রাজনগর দর্পণ

সাগর দীঘির ইতিহাস জানেন কি?

নতুন প্রজন্ম থেকে শুরু করে প্রবীনেরা সন্ধ্যে হলেই ভিড় জমাতে শুরু করেন সাগরদীঘির চারপাশে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পরে হালকা হাওয়াতে জিড়িয়ে খোশ মেজাজে আড্ডা চলে এই দীঘির বিভিন্ন ঘাটে। অনেকেই সকালে দীঘির চারিদিকে প্রাতঃভ্রমণ সারেন। নবীন -প্রবীন প্রজন্মের কাছে কোচবিহারের আড্ডার প্রাণ কেন্দ্র হল সাগরদীঘি। তবে অনেকের কাছে অজানা এই দীঘি সম্পর্কে একাধিক তথ্য।

১৮০৭ সালে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়নের নির্দেশে খনন কার্য শুরু হয় সাগরদীঘির। ১৮১২ সালে খনন কার্য শেষ হয়। প্রায় ৪১ বিঘা জমি খনন করে এই দীঘি তৈরি হয়। ১৮৬১ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ দীঘিটির সংস্কার করেন। শীতের সময়ে পরিযায়ী পাখিদের ঢল নামে সাগরদীঘিতে। দিঘীর পশ্চিম পাড়ে রয়েছে রাজ পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির।

সরকারি ভাতা নেই বাঁশ শিল্পীর

ঘোকসাডাঙ্গা: চোখে দেখতে পান না তবু বাঁশের তৈরি ডালি, টুকরি সহ একাধিক জিনিসপত্র বানিয়ে চলেছেন কমল ভৌমিক। প্রতিবন্ধী শংসাপত্র থাকার সত্ত্বেও পাচ্ছেন না সরকারি ভাতা, ফলে ভীষণ সমস্যায় পড়ছেন, মাথাভাঙ্গা দুই নং ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বৌলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা কমল ভৌমিক (৫৫)। আগে ভালোই ছিলেন কিন্তু বর্তমানে তিনি চোখে দেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। পেটের তাগিদে বর্তমানে কমল বাঁশের তৈরি ডালি টুকরি ইত্যাদি বানাচ্ছেন। প্রতিবন্ধী শংসাপত্র থাকলেও সরকারী ভাতাতো দুরের কথা এমনকি ১০০ দিনের কাজও পাচ্ছে না তিনি। যদিও বেশ কয়েক বছর আগে একবার ১০০ দিনের কাজ পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর কাজ দিচ্ছেন না স্থানীয় নেতারা। জানা গিয়েছে, কমলের এক ছেলে ও স্ত্রী রয়েছেন। কোনমতে দিনমজুরী করে তাদের সংসার চলে। কমলের স্ত্রী মিনতি ভৌমিক বলেন, তার স্বামী চোখে দেখতে পান না। প্রতিবন্ধী শংসাপত্র থাকার সত্ত্বেও কোনো সাহায্য পাচ্ছেন না। এই বিষয়ে মাথাভাঙা দুই নং ব্লকের বিডিও উজ্জ্বল সর্দার বলেন বিষয়টি আমার জানা নেই, তবে আবেদন পত্র পেলে ভাতার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব।

ট্র্যাভেল সার্টিফিকেট

কলকাতা: CoWIN অ্যাপের মাধ্যমে কোভিডের ভ্যাকসিন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়। এখন সেই CoWIN থেকেই ডাউনলোড করা যাবে ইন্টারন্যাশনাল ট্র্যাভেল সার্টিফিকেট। এই ট্র্যাভেল সার্টিফিকেটে জন্মের তারিখ, করোনার ভ্যাকসিনের নাম, ক'টি ডোজ নেওয়া হয়েছে, কবে নেওয়া হয়েছে সেই মাস এবং তারিখ, ভ্যাকসিনটি কবে তৈরি হয়েছে, তার ব্যাচ নম্বর- সব কিছুই উল্লেখ করা থাকবে।

এই সার্টিফিকেটে তাদের ভ্যাকসিন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য থাকার ফলে বিদেশে অযথা হয়রানির শিকার হতে হবে না। তারা সহজেই বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

চামুর্চির রিকি ইউপিএসসি'তে ৮৭তম স্থানে

চামুর্চিঃ ২৪ সেপ্টম্বর প্রকাশিত হল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি) পরীক্ষার রেসাল্ট। পরীক্ষায় ৮৭তম স্থান পেয়েছেন চামুর্চির রিকি আগরওয়াল। বিগত কয়েক বছর থেকে ব্যবসার কারনে রিকি শিলিগুড়িতে বসবাস করছেন, তবে ছোটবেলা থেকে তাঁর পড়াশুনা চামুর্চিতেই হয়েছে। রিকির পরিবার এখনো চামুর্চিতেই রয়েছেন।

চামুর্চির একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন রিকি। তারপর বিন্নাগুড়ির সেন্ট জেমস বিদ্যালয় থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশুনো করেন, এরপর, ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত তাঁর পড়াশুনা

হয় শিলিগুড়ির ব্যাংডুবিতে। সেখান থেকে রিকি ভারতের সেরা আইআইটি খড়গপুড়ে পড়ার সুযোগ করে নেন। তখন থেকেই তিনি ইউপিএসসি'র প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। এর আগেও রিকি একবার ইউপিএসসি'তে পাস করেছিলেন তবে তাঁর Rank বিশেষ ভালো না থাকায় তিনি আবার প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

এবছর ইউপিএসসি'তে রিকি'র সন্তোষজনক Rank আসায় খুশি চামুর্চিবাসী। গোর্খা ডেভ্লবমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা চামুর্চির বাসিন্দা সন্দীপ ছেত্রী এই বিষয়ে বলেন, "রিকি আমাদের গর্বিত করেছে। ওর সুস্থ জীবন এবং আরও সাফল্য কামনা করি"।

উত্তরপ্রদেশে বিক্ষোভরত কৃষকদের পিষে দিল মন্ত্রীর কনভয়

লখিমপুর: উত্তরপ্রদেশে বিক্ষোভকারী কৃষকদের উপরে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলের বিরুদ্ধে। জানা যাচ্ছে, ৩ অক্টোবর টিকুনিয়া নামের এক স্থানে এলাকার কৃষকরা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র ও রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব মৌর্যর সফরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ের একটি গাড়ি ২ কৃষককে পিষে দেয়। সেই গাড়িতে ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে।

ওই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হিংসা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। লখিমপুর খেড়ির অতিরিক্ত পুলিস সুপার অরুণ কুমার সিং জানিয়েছেন, ওই সংঘর্ষে ৪ কৃষক সহ মোট ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, অজয় মিশ্র দাবি করেন, তাঁর ছেলে কনভয়ে ছিল না। থাকলে তাকেও পিটিয়ে মেরে ফেলতো কৃষকরা।

ওই ঘটনার পর সংঘর্ষে ৮ কৃষক ও অন্য ৪ জন লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরা এক ভিডিয়োতে দেখা গেছে গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। গাড়ির পাশেই পড়ে রয়েছে একটি মৃতদেহ। কৃষক মৃত্যুর ঘটনায় উত্তর ভারতের কৃষক ইউনিয়নগুলি জেলাশাসকের দফতরে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। পাশাপাশি লখিমপুর খেড়িতে যাচ্ছেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েত। পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকরা ঘটনাস্থলে আসছে বলেও জানা গেছে। ফলে আগামি দিনে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিয়েছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল এবং কংগ্রেসের প্রিয়ঙ্কা গান্ধীও।

কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে কৃষক নেতা ডা: দর্শন পাল বলেন, "বিক্ষুব্ধ কৃষকরা আজ রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্যকে ঘেরাও করার পরিকল্পনা করে। ওই কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর কৃষকরা ঘরে ফিরছিলেন। এর মধ্যেই ২ কৃষককে পিষে দেয় কনভয়ের গাড়ি"।

কেন্দ্রের গাফিলতি: 'ভারতমালা' প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ মেলেনি বাংলায়

কলকাতা: কেন্দ্র সরকার 'ভারতমালা' প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহন করলেও ক্ষতিপূরণ দেয়নি। বাধ্য হয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে মুর্শিদাবাদের এক বাসিন্দা নন্দকিশোর মুন্দ্রা। ভারতের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন ও যাতায়াত সুগম করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতমালা প্রকল্প চালু করেছে। রাজ্যে ২০১৭ সালে ভারত মালা প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে ৪ লেনের রাস্তার মাধ্যমে দেশের ৫৫০টি জেলাকে সংযোগ করার কথা রয়েছে। ভারতমালা প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ সহ রাজ্যের রাজ্যের অন্যান্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলির নাম রয়েছে।

এর মধ্যেই নন্দকিশোর মুন্দ্রা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার জমির বিনিময়ে ঠিক ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না। এই মামলায় হাইকোর্ট কেন্দ্রের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে চায়। মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আইনজীবী আদালতকে জানান, 'ভারতমালা' প্রকল্পের জন্য এই রাজ্যে কোনও জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে না। এই প্রকল্পের কাজও বন্ধ রয়েছে। এতো গুরুত্বপূর্ণ এক প্রকল্প থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত কেন রাখা হয়েছে সে বিষয়ে যথাযথ কোনও উত্তরও দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

দল ছাড়লেন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণকল্যাণী

রায়গঞ্জঃ এবার উত্তরবঙ্গে কোপ পড়ল বিজেপিতে। দল ছাড়লেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছিল তাঁর। ১ অক্টোবর সকালেই সকলকে চমকে দিয়ে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন রায়গঞ্জের বিজেপি বিধায়ক। সেদিন সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন কৃষ্ণকল্যাণী।

রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীকে 'মীরজাফর' বলে কটাক্ষ করে অভিযোগ করেন তিনি, এমনকী দেবশ্রী চৌধুরী তাঁকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছেন বলেও অভিযোগ করেন। কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, "উনি তো রায়গঞ্জ থেকে বিধানসভায় নির্বাচনে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। উনি নাকি মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়েও ছিলেন। এখন শুনছি উনি নাকি রাজ্য সভাপতি হবেন। উনি রাজ্য সভাপতি হলে ১০ জন বিধায়ক-ও বিজেপিতে থাকবেন না।" যেখানে দেবশ্রী চৌধুরী

রয়েছেন, সেখানে তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, জানিয়েছেন কৃষ্ণ কল্যাণী।

বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছিল বিজেপির শিবিরে। একের পর এক বিজেপি নেতা ও বিধায়ক দল ছাড়ছেন। মুকুল রায় থেকে শুরু করে বাবুল সুপ্রিয় ফুল বদল করে ঘাসফুলে যোগদান করেছেন। এবার কৃষ্ণ কল্যাণীর দলত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিজেপির অন্দরে দ্বন্দ্ব বাড়ছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব কিভাবে এই পরিস্থিতির সামাল দেয় সেটাই দেখার বিষয়।

প্রথম পাতার পর

উদয়নেই ভরসা মমতার...

নিজের হাটুর বয়সী নিশীথ প্রামাণিকের সাথে কড়া টক্কর দিয়েও ৫৭ ভোটে পরাজিত হন উদয়ন গুহ। ফল প্রকাশের পরে বিজেপির দুষ্কৃতিদের আক্রমনে হাত ভেঙ্গে যায় উদয়ন গুহের। কোলকাতায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকেন তিনি।

ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগার পরেই দিনহাটা ফিরে মাটি কামড়ে পরে থাকেন উদয়ন বাবু। কোলকাতায় চিকিৎসা চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের দিনহাটায় প্রার্থী করার আশ্বাস দেন তাঁকে। তবে উদয়ন বিরোধীরা দিনহাটায় উপনির্বাচনে নতুন মুখের দাবি করতে থাকে। নানা গোষ্ঠীর টানাপোড়েনের মাঝে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পরে প্রার্থী ঘোষণা না হওয়াতে দুশ্চিন্তায় ছিল উদয়ন অনুগামীরা। ফের উদয়ন বাবুকে প্রার্থী করায় উচ্ছ্বাসে ভাসে তারা। দলনেত্রীর বিপুল জয়ের সাথে উদয়ন গুহকে দিনহাটায় প্রার্থী ঘোষণা পুজোর সময় বোনাস পাওনা হল উদয়ন অনুগামীদের কাছে।

অশোকই তুরুপের তাস বিজেপির...

মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের পর্যবেক্ষণে দিনহাটায় ভোট লড়ছে বিজেপি। সাথে সহযোদ্ধা হিসেবে আছেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়। দলের একগাদা বিধায়ককে দিনহাটা কেন্দ্র জয়ের জন্য দায়িত্ব দিয়েছে বিজেপি। আর বুথ স্তরে বিজেপিকে ভাঙ্গতে তৎপর হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিদিনই বিজেপি ছেড়ে কর্মীরা দলে দলে যোগ দিচ্ছে তৃণমূলে। জেলার প্রথম সারির নেতারা পরে রয়েছেন দিনহাটায়। তবে গোষ্ঠী কোন্দলই না গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় শাসক দলের কাছে।

"ভাটনগর" পেলেন চার বাঙালি...

তিনি হলেন কণিষ্ক বিশ্বাস। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ সালে কেমিস্ট্রি অর্নাস পাশ করে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি করতে গিয়েছিলেন তিনি। বিখ্যাত অধ্যাপক বিজ্ঞানী সিএনআর রাওয়ের অধীনে গবেষণা করেন এবং আমেরিকা থেকে পোষ্ট ডক্টরেট শেষ করে ২০১২ সালে বেঙ্গালুরুর সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিকরিসার্চে শিক্ষকতায় যোগ দেন। সেখানে তিনি রামানুজ ফেলোও হন। বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানেই অ্যসোসিয়েট প্রফেসর পদে রয়েছেন তিনি। তাঁর গবেষণা মূলত সলিড স্টেট কেমিস্ট্রি থার্মোইলেকট্রিক মেটেরিয়াল, নিসুলেটর প্রভৃতি বিষয়।

প্রসঙ্গত কয়েক বছর ধরেই ভাটনগর পুরস্কারে বাঙালির জয়যাত্রা অব্যাহত। ২০১৯ সালে ছয়জন বঙ্গ সন্তান পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় ছিলেন। ২০২০ সালে সাত বঙ্গ সন্তান এই পুরস্কার পান। তবে অনেকেরই আক্ষেপ, বাঙালিরা পুরস্কার পেলেও রাজ্যের অধীনস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেভাবে এই পুরস্কারের তালিকায় কেউ ঠাঁই পাচ্ছেনা।

তিমিরেই কোচবিহারের পর্যটন...

কিন্তু পর্যাপ্ত প্রচার না থাকায় কোচবিহার রাজাদের গৌরবময় ইতিহাস অগোচরে রয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা কোচবিহার রাজবাড়ি পর্যটকদের কাছে বরাবর আকর্ষণের জায়গা। করোনা আবহে পর্যটকদের আসা যাওয়ার বিষয়ে কিছু বিধি নিষেধ আরোপিত হলেও এখনো দুরদুরান্ত থেকে মানুষ আসেন এই রাজবাড়িকে দেখতে। রাজবাড়ির পাশে পার্ক টিও পছন্দের মানুষকে নিয়ে সময় কাটানোর জন্য আদর্শ জায়গা। শহরের মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিতে ভিন রাজ্য থেকে প্রচুর মানুষে সমাগম হয় প্রতিনিয়ত। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাস মেলায় রেকর্ড জনসমাগম হয় প্রতি বছর। দিনহাটার গোসানীমারি রাজপাট, চিলাপাতা জঙ্গল, বানেশ্বরের শিব মন্দির সহ একাধিক ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান রয়েছে কোচবিহারে। এই স্থান গুলির যথাযথ গুরুত্ব বিচার করে প্রচারের আলোয় আনা হয়নি এখনো। বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য প্রচেষ্টা করেনি কোনো দলের সরকারই।

ভবানীপুরে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন মমতা

কলকাতা: ৩রা অক্টোবর রাজ্য সহ সারা দেশের নজর ছিল ভবানীপুরের উপর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবেন এটা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেই ব্যবধান কত হবে সেটা জানতে সকাল থেকেই দেশের নজর ছিল উপ নির্বাচনের ফলের উপর। আর বেলা বাড়ার সাথে সাথে জয়ের ব্যবধানও বাড়িয়ে নিচ্ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ভবানীপুরে নিজের পুরোনো রেকর্ড ভেঙ্গে এবার ৫৮,৮৩৫ ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। ২০১১ সালে ভবানীপুরে উপনির্বাচনে তিনি তাঁর নিজের জয়ের ব্যবধান ছাপিয়ে যান এদিন। সেবার তিনি এই কেন্দ্রে ৫৪ হাজার ২১৩ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। ভবানীপুরের জেতার হাটট্রিক করলেন তিনি। সমস্ত ওয়ার্ড থেকে তিনি লিড পেয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন। ২১ রাউন্ড শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট ৮৫ হাজার ২৬৩ যা মোট ভোটের ৭১.৯১ শতাংশ। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিজেপির প্রিয়ংকা পেয়েছেন মাত্র ২৬ হাজার ৮২৮ ভোট। বামেরা পেয়েছে মাত্র ৪২২৬ টি ভোট যা নোটায় পরা ভোটের চেয়ে ২৭৭৩ বেশি। বিপুল ব্যবধানে জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নন্দীগ্রামে চক্রান্ত হয়েছিল তাঁর জবাব দিল ভবানীপুর। ভবানীপুরের সমস্ত ওয়ার্ডে জিতেছি আমরা। বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ংকা টিব্রেয়াল বলেন, সাংগঠনিক দুর্বলতার কারনে বিজেপির এই ফলাফল। রিগিং করার জন্য তৃণমূল এত বেশি ভোট পেয়েছে।

টাকা না পাওয়ায় রাঁধুনীদের বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি: রাঁধুনীর টাকা সহ অনান্য খাতে খরচের সরকারী টাকা সময় মতো এসে পৌঁছলেও তা সঠিক জায়গা বা ব্যক্তির হাতে আসেছে না। টাকা পয়সায় বিষয়ে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠির মিড ডে মিলের মহিলাদের অন্ধকারে রেখে সেই টাকা না দেওয়ার অভিযোগ উঠল ব্রাহ্মনপাড়া কাজীবাড়ী স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মিড ডে মিলের রাধুনিরা। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির সদর দক্ষিন মন্ডল ২ এর মন্ডল ঘাটে। এমনকি তারা শিক্ষকদের আটকে তালা বন্ধ করে দেন। রাধুনীদের বক্তব্য, সরকার টাকা দিচ্ছে, অথচ আমরা পাচ্ছি না। এমনকি আমাদের বিষয়টি জানানো পর্যন্ত হয়নি। তাই আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি।

গরু পাচারের ছক বানচাল

বক্সিরহাট: ফের বড়োসড়ো সাফল্য বক্সীরহাট পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি লরিতে ১৭ টি গরু সমেত পাচারকারি সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করলো বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে ৩০ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে কোচবিহার জেলার অসম-বাংলা সীমান্তের নাজিরান দেওতিখাতা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আলিপুরের দিক থেকে আসা একটি ১৬ চাকার লড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৭ টি গরু উদ্ধার করা হয়। লরি চালক গরু গুলির বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় লরিতে থাকা একব্যাক্তিকে আটক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গরু গুলি পাটনা থেকে অরুণাচল প্রদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এছাড়াও ধৃত ওই ব্যক্তির বাড়ি বিহারের পাটনায় বলে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে।

গরু গুলিকে রামপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংগীমারী এলাকায় একটি স্থানীয় খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি কে শুক্রবার তুফানগঞ্জ মহকুমার আদালতে তোলা হয়েছে।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়া

কোচবিহার: তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন খোকন মিয়া। তৃণমূল কংগ্রেসের পুরোনো দিনের সৈনিক খোকন মিঁয়াকে কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেস কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠনের জেলা সভাপতি করায় খুশি দলের প্রবীণরা। তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যের শাসক দলের ক্ষমতায় এলে খোকন মিয়াঁকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া থেকে বিরত থাকে কোচবিহার জেলার তৃণমুলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। তাই কলকাতাতে রাজ্য নেতৃত্বদের কাছে দরবার করেন তিনি। কলকাতা

থেকে যখন তার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কোচবিহারে ফেরেন তখন তাকে স্বাগত জানাতে নিউ কোচবিহার রেল স্টেশনের তার অনুগামীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

ট্রেন থেকে নামার পর সোজা তিনি পৌঁছে যান তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা দপ্তরে। এখানে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিজেপির কৃষক স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জোরদার কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠবে কোচবিহার জেলা জুড়ে। বিজেপি সরকার তথা নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগের দাবিতে গর্জে উঠবে জেলার কৃষকরা। প্রয়োজনে কোচবিহার জেলার বিজেপি নেতা, বিজেপি সাংসদ এবং বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে কৃষকদের নিয়ে ঘরে ঘরে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

আজও বোয়াল ও ইলিশ মাছের ভোগ দেওয়া হয় মুকুন্দনারায়ণের পুজোয়

জলপাইগুড়ি: আধুনিক বাঙালীর দুর্গাপুজোর প্রবর্তক মহারাজা কংসনারায়ণ রায়। তাই বাঙাল বাড়ির পুজোয় দেবীকে বোয়াল মাছ ভোগ দেওয়া হবেনা তা কখোনই হতে পরেনা। কংসনারায়ণদের উত্তরসুরীদের একটি শাখা এখনও জলপাইগুড়িতে আছে। দেশ ভাগের ফলে রাজশাহী, টাঙ্গাইল থেকে জলপাইগুড়ি বিচ্ছিন্ন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে যেমন বন্ধ হয়নি পুজো তেমনি বদলায়নি পুজোর রীতিনীতি। ওপার বাংলার রীতি অনুযায়ী এখনও দেবীকে বোয়াল মাছের সঙ্গে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুশাকের ভোগ নিবেদন করা হয়।

কথিত আছে, মহারাজা কংসনারায়ণের পুত্র মুকুন্দনারায়ণ একটি অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি তৈরি করেছিলেন এবং পাবনা জেলার হরিপুরে তাদের জমিদারিতেই তিনি এই অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তির পুজো শুরু করেন। পরবর্তীতে দেশভাগের পর মুকুন্দ নারায়ণের বংশধরদের কয়েকজন এপার বাংলায় চলে আসেন এবং জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। সেই সময় অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তিটিও তারা সঙ্গে করে জলপাইগুড়ি আনেন। সেই থেকে রীতি মেনে অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তির সঙ্গে মৃন্ময়ী মূর্তিও পুজো হয়। এখানে দেবীর গায়ের রঙ হয় হলুদ। এছাড়া এখানে দেবী মূর্তির সঙ্গে গণেশ ও সরস্বতী থাকে একদিকে এবং কার্তিক ও লক্ষ্মী থাকে আর এক দিকে। বোধনের দিন থেকে অষ্টমী পর্যন্ত দেবীকে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। নবমীর দিন দেওয়া হয় বোয়াল মাছের ভোগ এবং দশমীর দিন ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু এবং শাপলা শাক দিয়ে দেবীকে ভোগ দেওয়া হয়।

"নারীশক্তি" ডিটারজেন্ট বানিয়ে স্বনির্ভর সীমান্তের মেয়েরা

কোচবিহার: নারী পাচার রুখতে কোচবিহারের সীমান্ত এলাকায় তৈরি হয়েছিল প্রমীলা বাহিনী। তবে কোভিডের কারণে রুজিরোজগার না থাকায় সংসার চালানো বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছিল সেই নারীদের পক্ষে। তাই অবশেষে জমানো টাকা দিয়ে ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরী করে বাজারে বিক্রি শুরু করেন ওঁরা অর্থাৎ সাজিদা-পার্বতীরা।আর সেই পথেই সাফল্য আসতে শুরু হয়েছে। কোচবিহার সীমান্ত এলাকায় তথা দিনহাটার বিভিন্ন গ্রামে তাদের তৈরী ডিটারজেন্ট পাউডার আজ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ওঁরা জানান কয়েকবছর আগে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম গিতালদহের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় মহিলাদের নিয়ে একটি প্রমীলা বাহিনী তৈরী হয়। এই বাহিনীর কাজ ছিল সীমান্তবর্তী গ্রামে নারী পাচার, বাল্য বিবাহ সহ নারীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। জেলার চার থেকে পাঁচটি ব্লকে কাজ শুরু করেন তারা। নানাভাবে অসহায় হয়ে পড়া মহিলারা যোগ দেন ওই প্রমীলা বাহিনীতে। এরপর নাবার্ডের পরামর্শে এগ্রোপ্রোডিউসার কোম্পানি গড়ে তোলেন তারা। ৫১২ জন মহিলা মিলে ডিটারজেন্ট পাউডার বানানোর কাজ শুরু করে তারা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাদের তৈরি প্রোডাক্ট বিক্রি শুরু হয়। " নারীশক্তি " এই ডিটারজেন্ট ক্রমশ এলাকায় জনপ্রিয় হচ্ছে।

কোম্পানির ডিরেক্টর সাজিদা জানান, সদস্যদের দশজন দশ হাজার টাকা করে দিয়েছেন। আর বাকি সবাই একহাজার টাকা করে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে ছয় লাখ টাকার কিছু বেশি জমিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তাঁরা। মেশিন ও কাঁচামাল কিনে নারীশক্তি নাম দিয়ে ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরী করছেন তাঁরা এবং মার্কেটিংও করছেন তাঁরা নিজেরাই। সাজিদার কথায় আমরা এলাকার সব মহিলারা মিলে একদিন সচ্ছলতার মুখ দেখবই সেই আশাতেই কাজ করে চলেছি।

ময়নাগুড়ির দুর্গাবাড়ির পুজোর সম্প্রীতির মুখ মকবুল

ময়নাগুড়ি: জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে দুর্গাবাড়ির মাঠে রয়েছে এক দুর্গা মন্দির। ১৩১ বছর আগে থেকে থেকে এখানে দুর্গা পুজো হচ্ছে। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক মানুষ, স্মৃতি ও কাহিনি। এমনই একজন হলেন এখানকার স্থানীয় মকবুল হক।

দুর্গা পুজো এলে মন্দিরের সামনের মাঠের ঘাস পরিষ্কার করতে চলে আসেন মকবুল। পুজোর স্থানে গোবর লেপার পর পরিষ্কার করে দেন মন্দির প্রাঙ্গণও। এমনকি মকবুলের বাড়ি থেকে পায়েস ভোগ না এলে অষ্টমীর পুজো সম্পূর্ণ হয় না। এসবের জন্য সে কোন পারিশ্রমিক নেন না। মকবুল পেশায় একজন চাষি। তবে পুজোর সময় সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন পুজোর মাঠে। মকবুল জানান, "পুজোর কাজ করতে আমাকে কেউ কোনোদিন না করেনি। করবেই বা কেন? মারামারি তো মানুষে মানুষে হয়। ঠাকুর-আল্লার কোনও মারামারি নেই"। টাকার কথা বললে তিনি বলেন, "পুজোটাও তো আমার"। এমনটাই চলে আসছে বিগত পঁচিশ বছর ধরে।

এই সম্পর্কে পুজা কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, "মকবুল হক'কে ছোট থেকে দেখছি। কবে পুজো সেই খবর নিজেই রাখে। নিজেই চলে আসে"। এই এলাকার অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনার সাক্ষী।

সময়ের সাথে বদলেছে প্রথা, অসুর সম্প্রদায়ও এখন সামিল হয় দুর্গা পুজোয়

আলিপুরদুয়ার: সময়ের সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে মানুষের জীবনযাপনের রীতিনীতি। যার বড় উদাহরণ হল উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অসুর সম্প্রদায়ের মানুষজন। একসময় দুর্গা পুজো দেখতেননা এই অসুর সম্প্রদায়ের লোকেরা। কিন্তু সময়ের সাথে তারাও মূল স্রোতে ফিরতে শুরু করেছেন। এখন উত্তরবঙ্গের অনেক অসুর সম্প্রদায়ের মানুষই দুর্গা পুজোয় সামিল হচ্ছেন।

আলিপুরদুয়ার মাঝেরডাবরি চা বাগানের এমন কিছু মানুষ অছেন যারা দুর্গা পুজো এলেই ঘরে মুখ লুকোতেন। কারণ তারা নিজেদের অসুরের বংশধর বলে মনে করেন। তাদের বংশ পরম্পরায় এই রীতি চলে আসছিল মাঝেরডাবরী চা বাগানে। এখানে প্রায় ৭০ পরিবার অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। বেশির ভাগ অসুর সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে শ্রমিকের কাজ করেন। আলিপুরদুয়ার ছাড়াও নাগরাকাটা, বানারহাট, চালসায় এই অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস।

অসুর সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাসের আদৌ কোনও পৌরাণিক ভিত্তি রয়েছে কিনা তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা রয়েছে। তবে অসুরদের এই দুর্গা পুজোয় সামিল না হওয়ার বিষটির কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই বলে বিশ্বাস করেন বিভিন্ন জনজাতির গবেষকরা।

রীতি মেনে আজও পুকুরের মাছ দিয়েই ভোগ হয় চৌধুরী বাড়ীতে

আলিপুরদুয়ার: বাড়ির দুর্গা পুজোর মধ্যে আলিপুরদুয়ারের ভোলাডাবরির চৌধুরীবাড়ীর পুজো বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিজেদের পুকুরের মাটি দিয়ে তৈরী হয় প্রতিমা। উল্লেখ্য ১১১ বছর ধরে একই কাঠামোতে প্রতিমা তৈরী হচ্ছে।এই চৌধুরীবাড়ীর পুজার বিশেষত্ব হল আজও এখানে পুকুরের মাছ দিয়ে দেবীর ভোগ দেওয়া হয়।

কয়েকশো বছর আগে নদিয়ার ফুলিয়াতে অনুপনারায়ণের হাত ধরে দুর্গা পূজার সূচনা হয়। তারপর নবাব আমলের জমিদারী স্বত্ব নিয়ে তাঁরা তৎকালীন বঙ্গের ময়মনসিংহে চলে যান। দেশভাগের সময়ে ময়মনসিংহের দুর্গা প্রতিমার কাঠামো ভোলাডাবরির বসত বাড়ীতে আনা হয়। চৌধুরীবাড়ীর বর্তমান উত্তরাধিকারী পুলিন চৌধুরী বলেন, ঠাকুরদা হারিনারায়ণ চৌধুরী এবং বাবা মনমোহন চৌধুরী মিলে একই কাঠামোতে প্রতিমা গড়ার রীতি শুরু করেছিলেন। সেইসময় ময়মনসিংহ জেলার কাঁঠাল গ্রামে পুজো হত। সেই হিসাবে প্রায় ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের পারিবারিক পুজো হচ্ছে। পুলিন বাবু আরও জানান, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে পুকুরপাড়ে গঙ্গা, ব্রহ্মা ও শীতলা পুজো ও মন্দিরের দুর্গার সাথে কালী পুজোও হয়ে থাকে। একসময় একাধিক পাঁঠাবলি দেওয়ার রীতিছিল। বাড়ীর মহিলাদের উদ্যোগে সেই রীতি পরে উঠে যায়।

বন্ধ চা বাগানে শারদীয়া অনুদান

নাগরাকাটা: উত্তরবঙ্গের ১২টি বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের পুজো অনুদান হিসাবে একমাসের অতিরিক্ত ফাওলই (ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টস টু দ্য ওয়াকার্স অফ লকআউট ইন্ডাস্ট্রিজ) দেওয়া হবে। এরমধ্যে ডুয়ার্সের আটটি বাগান তথা রেডব্যাংক, ধরণিপুর, সুরেন্দ্রনগর, রায়পুর, বান্দাপানি, ঢেকেলাপারা, মধু ও লক্ষাপারা রয়েছে এবং পাহাড়ের চারটি তথা ধতেরিয়া, কলেজভ্যালী, পোশাক ও পানিঘাটা বাগান রয়েছে। উল্লেখ্য, আগে ফাওলই-এর আওতায় থাকা ডুয়ার্সের ছয়টি বাগান গত কয়েক মাসে খুলে গিয়েছে।

সরকারি নিয়ম অনুসারে বাগান খোলার একটি সময়ের পরে ফালওই বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ ক্ষেত্রে এই সময়সীমা কখনও তিন মাস অথবা ছয় মাসের হয়। বাগান গুলির ক্ষেত্রে এই সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে বা শেষ হওয়ার পথে। সেই হিসেবে এই ধরনের খোলা বাগান গুলির ফাওলই দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে।

শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, বর্তমানে ফাওলই-এর পরিমাণ মাসিক দেড় হাজার টাকা। তা বছরের ১২ মাসই বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের দেওয়া হয়। এর বাইরে পুজোর আগে অতিরিক্ত এক মাসের টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয় থাকে। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে সাত হাজার শ্রমিক উপকৃত হবে। উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার মহম্মদ রিজওয়ান বলেন, পুজো অনুদান হিসেবে দ্রুত বন্ধ বাগানের শ্রমিকরা অতিরিক্ত এক মাসের ফাওলই পেয়ে যাবেন।

রাজ আমল থেকেই বলির দায়িত্বে লায়েক পরিবার

কোচবিহার: প্রতিবছর কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের রাজবাড়ির বড়দেবীর পুজোতে মহাষ্টমীর দুপুরে মোষ বলি দেওয়া হয়। দূর দূরান্ত থেকে এই দৃশ্য দেখতে আসেন বহু মানুষ। রাজআমল থেকেই বড়দেবীর পুজোতে এই মোষ বলি দেওয়ার দায়িত্বে আছেন কোচবিহারের লায়েক পরিবার। বর্তমানে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের বলিকারক হলেন অনুপকুমার লায়েক। ২০২০ সালে তিনি অবসর নিলেও ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তাকে আবার নিয়োগ করা হয়।

সোনার কারুকার্য করা বিশাল খর্গ দিয়ে মহাষ্টমীর দিন দেবী বড় দেবীর সামনে মোষ বলি দেন অনুপকুমার লায়েক। এছারাও সারা বছর কবুতর ও পাঠা বলি দেন। শুধু বড়দেবীর পুজোতেই নয় কোচবিহার মদনমোহন বাড়ি, দেবীবাড়িতে বিভিন্ন পুজোতে বলি দেন তাঁরা। মদনমোহন মন্দিরে মোট আটটি খর্গ রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যে দুটি রয়েছে মোষ বলির জন্য। দেবত্র ট্রাষ্ট বোর্ডের বড়বাবু জয়ন্ত চক্রাবর্তী জানান, "মহারাজদের আমল থেকেই কোচবিহারের পিলখানা রোডের লায়েক পরিবার বলিকারক। বর্তমানে ওই পদে আছেন অনুপকুমার লায়েক। চাকরি শেষ হয়ে গেলেও তিনি এক্সটেনশনে আছেন। রাজ পরম্পরা মেনেই তিনি কাজ করেন ভক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে"।

ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে ডেপুটেশন

কালচিনি: কালচিনি স্টেশনে, বামুনহাট-শিলিগুড়ি প্যা সেঞ্জার ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে কালচিনি রেল স্টেশনে বিক্ষোভ দেখালো কালচিনি এলাকার ব্যজবসায়ীরা। ২ অক্টোবর কালচিনি রেল স্টেশনে বামুনহাট-শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে সরব হন ব্যবসায়ীরা। বিক্ষোভের পাশাপাশি এদিন কালচিনির স্টেশন মাস্টারকে তারা ডেপুটেশনও প্রদান করেন।

ব্যাবসায়ীরা জানান, আগেও বামুনহাট-শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে কালচিনির স্টেশন মাস্টারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কাজ হয়নি। উল্লেখ্য, কালচিনি ও আশেপাশের বেশ কয়েকটি চা বাগানের বাসিন্দাদের শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্যে কালচিনি স্টেশনে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের স্টপেজ জরুরী। বর্তমানে প্যাসেঞ্জার ট্রেন স্টপেজ না দেওয়ায় খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে চা বলয়ের লোকদের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ীরা জানান, খুব শীঘ্র দাবী পূরণ না হলে আগামীতে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

সম্পাদকীয়

সুস্থ থাকুক দিনহাটা

প্রায় ৯৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের একটি ছায়া পথের খোঁজ পেয়েছে দিনহাটার বাসিন্দা তথা পুনের ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর আস্ট্রোফিজিক্স এর আসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ কনক সাহা। তাঁর সেজন্য এবার মনোনীত হয়েছেন দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অবদানের জন্য সেরা পুরস্কার শান্তি স্বরুপ ভাট নগরের জন্য। ঘরের ছেলের এই সাফল্যে নাম উজ্জ্বল হয়েছে দিনহাটার। পুজোর মুখে কনক বাবুর সাফল্যে খুশি সবাই। কিন্তু পুজোর পরে দিনহাটায় উপনির্বাচন নিয়ে শঙ্কিত অনেকেই। আসলে শিক্ষা সংস্কৃতিতে বারবার রাজ্য তথা দেশের মান উজ্জ্বল করা ভোটের সময় ভিন্ন কারনে শিরোনামে আসে। ইদানিং কালে ভোট মানেই হিংসা যেন দিনহাটার ক্ষেত্রে সমর্থক শব্দ হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে শাসক বিরোধী দ্বন্দ্বে বারবার উত্তপ্ত হয় দিনহাটা। বিজেপির এক কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার মত ন্যাকারজনক ঘটনা ঘটে। ভোটের ফল ঘোষণা হতেই আক্রান্ত হতে হয় সদ্য প্রাক্তন বিধায়ককে। শাসক বিরোধী একাধিক ব্যক্তির বাড়ি ঘর ভাংচুর হয়েছে। ফের উপ নির্বাচন আসায় তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। পুজোর সময় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশ এসে না পরে। বরং শান্তিতে সমাপ্তি হয় এই আশায় করছে সবাই। পুজোয় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তারজন্য সজাগ থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ মনসুর হাবিবুল্লাহ
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

যাত্রী প্রতীক্ষালয়

নীলাদ্রি দেব

জরুরি অবতরণের জন্য আপনি
দায়ী নন
এই অপ্রত্যাশিত অন্ধকার
লালশালুর নিচে যজ্ঞের বালি
এসবের উপর শীতলতম দুধ, দই
ও জলের মিশ্রণ
যে সামান্য আর্তশব্দ ভেসে আসে,
এটাই সত্য
প্রিজমের ভেতর আলো ভেঙে যায়
আলোর জাদুস্পর্শে আমাদের চোখ
দেখা ও না-দেখার মাঝেই সমস্ত
যাত্রীপ্রতীক্ষালয়

প্রবন্ধ

"আশ্বিনের শারদ প্রাতে...." এক জলদগম্ভীর স্বরে হয়তো ব্যারিটোন গলায় নয়, কিন্তু বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের গলায় সেই আওয়াজ কানে আসা মাত্রই বাঙালির স্বপনে মননে যে উৎসবের জন্যে সারাবছর অপেক্ষা, তা শুরু হয়ে যায়। রাস্তার ধারে ধারে কাশের বনের ভিতর দিয়ে যে আকাশের দিকে তাকিয়ে যে শরতের পেঁজা তুলোর মতো মেঘের খেলা দেখতে দেখতে কখন যে অপু দুর্গার মতো আমাদের বয়েস ও বেড়ে গেলো তা টের ও পাই না। তাই দুর্গা পূজা বাঙালির চেতনায় এবং সংস্কৃতিতে এক অপরিসীম উৎকর্ষের সূচনা করে। কারণ মা আসছেন। বাঙালির এই প্রাণের পূজা এই বঙ্গদেশে কবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে নানা মতবিরোধ থাকলেও, মোটামুটি ভাবে বলা যায় রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ তাঁর পারিবারিক মন্দিরে প্রথম দুর্গা পূজার প্রচলন করেছিলেন। অশ্বিনের শারদ প্রাতে সেই প্রথম বাঙালির দুর্গাবন্দনার সূচনা। কিন্তু সমস্যা ছিল প্রচুর। আজকের মতো সেই আমলে দুর্গাপূজায় এতো সার্বজনীন ছিল না। শ্রেণী বিভক্ত হিন্দু সমাজের দুর্গা পূজা আপামর জনসাধারণ থেকে অনেকটাই দূরে ছিল। অভিজাত জমিদার বাড়ি বা ব্রাহ্মণ বাড়ির পূজায়, সাধারণ মানুষের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। উচ্চ বর্ণের প্রভাব সর্বত্র বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ছিল। এখন যেরকম সব ধর্মের মানুষের কাছে দুর্গা পূজা এক উৎসবের মত হয়ে গিয়েছে। তখন তা ছিল শুধুই স্বপ্ন। নিজ ধর্মের নিম্ন বর্গের মানুষই যেখানে পূজায় স্থান পেতো না, সেখানে অন্যান্য ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল বাতুলতা মাত্র। কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিদের দ্বারাই পরিচালিত হত দুর্গাপূজা। কারণ তারাই ছিলেন সমাজের মাতব্বর। বাকি সকলে ছিলেন নেহাতই দর্শক মাত্র। জমিদার দের হাতে এই দুর্গাপূজা ছিল একেবারেই তাঁদের পারিবারিক আভিজাত্যের মোড়কে বাঁধা। তাই জমিদারদের কাছে দুর্গা পূজা ছিল প্রতিবেশী জমিদার দের প্রতি ঈর্ষা জাগানোর প্রতিযোগিতা। টাকা পয়সা খরচের ক্ষেত্রে তাদের ঔদার্য ছিল চমকপ্রদ। দূর দুরন্ত থেকে বিখ্যাত কারিগর দের ডেকে এনে মাটির প্রতিমা তাঁরা তৈরি করাতেন। মণ্ডপ থেকে শুরু করে প্রতিমার গয়না পড়ানো থেকে সমস্ত কিছুতেই ছিল বিত্তের আরাধনা। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ প্রভুদের কাছে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জায়গা হিসেবে দুর্গা পূজা ছিল আদর্শ। সেক্ষেত্রে অনেক বিত্তবান ব্যবসায়ীরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না। সাহেব দের কে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে দামি উপহার থেকে শুরু করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাইজি নাচের আসর বসিয়ে দুর্গা পূজাকে কে এক সার্বিক ব্যবসায়ীক চেহারায় রূপান্তরিত করেন জমিদার এবং উচ্চ বিত্ত ব্যবসায়ী গণ। বঙ্গদেশে এই ভাবে দুর্গা পূজা এক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়ে নেয়। যদিও বংশ পরম্পরা গত ভাবেই জমিদার এবং রাজারা দুর্গাপূজা চালাতে থাকেন। সেই ঐতিহ্য এখনো বহু বনেদি বাড়ি চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। কংসনারায়ণ যদিও বাংলায় প্রথম দূর্গা পূজার সূচনা করেছিলেন। তথাপি সেই পূজা জনপ্রিয় করেছিলেন নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ১৭২৮ সালে তিনি সিংহাসন আরোহণ করার পর দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই নব্য বাবুদের হাত ধরে দুর্গা পূজার সাহেবি আনন্দ শুরু হয়। রাজা নবকৃষ্ণ দেব নিজেই সোৎসাহে ইংরেজ সাহেবদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর পূজায়। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে জানালেন "লর্ড ক্লাইভ স্বয়ং তাঁর বাড়ির পূজায় প্রতিমা দর্শন করতে আসবেন। এছাড়া প্রচুর সাহেব আসবেন। সুতরাং তাঁরও আসা চাই।" এই সাহেবদের হাত ধরেই কিন্তু প্রথাগত দুর্গোৎসবের যে ঐতিহ্য ছিল তা ভেঙে একেবারে মদ বাইজি সহযোগে এক অন্য রকম দুর্গোৎসবের চেহারা দেখতে শুরু করলো বাঙালি। শারদীয়া দুর্গোৎসব হয়ে গেলো " গ্র্যান্ড ফিস্ট অফ দি জেন্টুস" এ পরিণত হলো। বাঙালি জানে তার পরিণতি কি! বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি আমরা লক্ষ করি তা হলো পরিবারসমন্বিতা বা সপরিবারে দুর্গা। কলকাতায় সাবর্ণ রায়চৌধুরীর পরিবার ১৬১০ সালে এই সপরিবারে দুর্গার প্রচলন করেন। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত দুর্গাপূজা পালিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই জমিদার দের প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকে। আর জমিদার প্রথা উচ্ছদের পর ধীরে ধীরে তারা বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকেন। পরে থাকে শুধু তাদের অতীতের কঙ্কাল। জলসাঘর সিনেমায় যা ভীষণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ছবি বিশ্বাস আর সত্যজিৎ রায়। পূজার ধরণ ক্রমশ পাল্টাতে থাকে। পূজা তখন গুটিকয়েক অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকে বেরিয়ে প্রকৃত বারোয়ারী পূজায় পরিণত হতে থাকে। বিভিন্ন পাড়া বা ক্লাবের হাতে পূজার রাস চলে যেতে থাকে। এরফলে সমাজের সকলের হাতে পূজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন দুর্গোৎসবে পরিণত হয়।অন্য ধর্মের মানুষ জনও এই পূজা উৎসবের আনন্দে নিজেদের কেও বিলিয়ে দিতে থাকেন। দুর্গা পূজা বাঙালির কাছে এক সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ভুমিকা নিতে শুরু করে। "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার" এই আদর্শে দীক্ষিত হতে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তর বাঙালি মননে। দুর্গা পূজা বাঙালির একেবারেই নিজস্ব পূজা। বাঙালি চরিত্র চিত্রণে দুর্গা পূজার ভুমিকা অপরিসীম। তাই বর্তমানে গণেশ পূজার প্রাবল্যে মাঝে মাঝে একটু আশংকিত হতে হয়, শেষে আমাদের নিজের দুর্গা ও আর নিজের কাছে থাকবে কিনা! বর্তমানে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির সবই প্রায় হাতছাড়া হয়ে গেছে। শুধু রয়ে গেছে আমাদের দুর্গা। তাই ভীষণই ভয় হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ সমগ্র বাঙালির সামনে এক আনন্দ উৎসব মুখরিত সময়ের হাতছানি। যা সেই কংসনারায়ণের সময় থেকে চলে আসছে। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এই অনুভবের সুবাতাস সঙ্গে নিয়ে মা দুর্গা আমাদের ধরাধামে উপস্থিত হবেন। এই আশা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি আজো।

গল্প

স্মৃতির চেয়ার... শেষ অংশ

-"বড়াবাবু কী সামনে হপ্তাতেই চইলে যাবেন?"
-"কি জানি। এখনও ঠিক হয়নি। হলে জানতে পারবে। তোমার পাওনাগন্ডা কিছু আছে?"
"না- না, পাওনা কিছু নাই..." বলে সোনুর বৌ কাপড়ের "গাঁঠরি" টা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
-"কিছু বলবে?" তনুশ্রী জানতে চায়।
"না, মানে বলছিলম কি, যাইতে সময় যদি কিছু জিনিস বেচাবেচি করেন তো হামাকে জানাইবেন। পয়সা দিব,মাগুনি না লিব,কমবেশি করে দিয়ে দিবেন...ঠিক কি না?"
আসলে এই সুযোগসন্ধানের গল্পগুলো বহু কাল ধরেই চলে আসছে চা-বাগানে। ব্রিটিশ সাহেবরা যখন চা-বাগান ছেড়ে চলে যেতেন, যাওয়ার সময় প্রচুর আসবাবপত্র, বই, শো-পিস,পেন্টিং এমনকি পোষ্য কুকুর গরুও দান করে অথবা স্বল্পমূল্যে দিয়ে যেতেন। সেসব বহুমূল্য আসবাবের জন্য ওৎ পেতে থাকতেন অনেকেই। কে কার আগে সেসব বাগিয়ে নেবে। তেমনি ভাবেই ঐ অ্যান্টিক, সুদৃশ্য ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের গদীআঁটা মেহগনি কাঠের চেয়ারটা লন্ডন ফিরে যাওয়ার আগে সমরেশের বাবা বড়বাবু অপরেশ চৌধুরী কে গিফট করে গেছিলেন মিঃ রিভস। সেই থেকে প্রেস্টিজ ফার্নিচার হিসেবে রয়েছে গেছিলো ওটা। পায়াগুলোয় সিংহের মুখ, পেছনের রেস্ট-পিসে চিনার পাতার অনবদ্য সুক্ষ্ম কাজ, চাইনিজ মিস্ত্রির হাতের মাস্টারপিসটা সমঝদারদের নজর এড়াতো না। মাঝে দু'বার শুধু পালিশ করানো ছাড়া কিছুই করতে হয়নি। শৌখিন অপরেশবাবু অফিস থেকে ফিরে চেয়ারটায় বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়তেন। আর ঠাকুমা-শাশুড়ি নাকি কাপড়ে নারকোল তেল ভিজিয়ে রোজ ওটা পালিশ করে রাখতেন। চেয়ারটার প্রতি সমরেশের বাড়তি দুর্বলতা না থাকলেও, শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর তনু দেখেছে অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় ঐ চেয়ারেই ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন নিশ্চুপ হয়ে ।
পরবর্তী কালে বাবুদের মধ্যেও কেউ কেউ সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছিলেন। যাওয়ার আগে ঝড়তি-পড়তি দু'চারটে জিনিস বিক্রি অথবা 'কানা গরু বামুনকে দান, বামুন বলে হোক কল্যাণ' গোছের কিছু একটা রফাদফা করে চলে যেতেন। যে কারণে আজও এই ইঁট পাতার প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলেছে।

দোতলার দক্ষিণ-পূর্বের বারো বাই তেরো পূব খোলা ঘরটা সমরেশের। অ্যাটাচ বাথ। লাগোয়া ব্যালকনি।সেখানে দাঁড়ালে সামনে পাকা রাস্তার ওপারেও সারসার কংক্রিটের আস্ফালন দৃষ্টি আটকায় । চোখ খুললেই সবুজ দেখার অভ্যাসটা বদলে নিতে এখন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ইঁট-পাথরের অরণ্য দেখার অভ্যেস করে সমরেশ।
সেদিন সকালে ব্যালকনিতে এসে সবে দাঁড়িয়েছে , মোবাইলটা কানে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায় তনু। কাউকে হিন্দিতে পথনির্দেশ দিচ্ছে , "হাঁ, হাঁ...সহি রাস্তাপর আয়ে হ্যায় আপলোগ। আব সিধা আ যাইয়ে থোড়ি দূর। হাঁ হাঁ...অব রুক যাইয়ে..."
গাড়িটা চোখে পড়তেই চমকে ওঠেন সমরেশ, "একি, তনু... এতো আমাদের বাগানের গাড়ি... এখানে কি করে এলো?"
ততক্ষণে চোখে পড়ে আরো দু তিনটে চেনা মুখ। ড্রাইভার বিষ্ণু, খালাসি বিক্রম আর কি আশ্চর্য... শুকরাম! গাড়ি থেকে কাগজে মোড়া কিছু একটা নিয়ে নামছে!
"চিনতে পারছেন বাবা?" তনুশ্রীর মুখে ঝলমলে হাসি।"হ্যাঁ, ও-তো বিষ্ণু, আর ও বিক্রম। আর, ওকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাব! আমাদের শুকরাম!"
"হ্যাঁ, আর ওর হাতে আপনার চেয়ারটা বাবা। যেটা ফেলে এসেছিলেন।"
অবাক চোখে চেয়ে থাকে সমরেশ, "ওটা কে আনলো... মানে ওটা তো... কিভাবে...!" কথা ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছিল সমরেশের।
"আসার পর শুকরাম ভাইয়া একদিন ছেলের ফোন থেকে ফোন করে, "বাবুকর কুর্সিমে মোয় কোইদিন বৈঠেক নি পারবু ছোটামাঈজি। উকে লে-ই যা।" ওকে বলেছিলাম বাগানের গাড়ি তো প্রায়ই আসে শহরে, পাঠিয়ে দিও নাহয়। আজ তাই, ও নিজেই নিয়ে এসেছে?"
-"বাড়ি চিনতে পারলো ওরা!" সমরেশের সহজ সরল প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে তনুশ্রী।
"মোবাইলের যুগে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় বাবা।"
ততক্ষণে চেয়ারটা নিয়ে ওপরে উঠে এসেছে শুকরাম। কাছে আসতেই শুকরামের পিঠে সস্নেহে হাত থরাখে সমরেশ। চেয়ারটা সযত্নে একপাশে রেখে তৃপ্তির অনাবিল হাসি হাসে শুকরাম। আর আচমকা চোখের কোণে বৃষ্টির আভাস পেতেই মুখ সরিয়ে চেয়ারটার গায়ে হাত বোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সমরেশ।

আমির খানের সিনেমায় ‘চীনা নাগরিকে’র ভুমিকায় গরুবাথানের সোনম

আমির খানের সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেল গরুবাথানের মেয়ে সোনম রিকি তামাং। পেশায় মডেল সোনমের এই সাফল্যে গর্বিত পাহাড়। আমির খান প্রযোজিত ‘ লাল সিং চাড্ডা’ সিনেমায় কাজ করবেন তিনি। আগামীতে অ্যামাজন প্রাইমের মতো ওটিটি-তে মুক্তি পেতে চলছে সোনমের অভিনীত ওয়েব সিরিজ। নিজের স্বপ্ন পুরনের দোরগোড়ায় আপ্লুত সোনম। তিনি বলেন, “ছোটবেলা থেকে অভিনয় করার স্বপ্ন দেখতাম। আজ সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। নিজের অভিনয় মেলে ধরে আরও দূরে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব”।

মডেলিং এর সূত্রে প্রায়ই মুম্বইয়ে যাতায়ত করেন তিনি। এর মাঝেই আমির খানের প্রোডাকশন থেকে অডিশনের ডাক পেয়েছিলেন। অডিশনে সোনমকে সিলেক্টও করে আমিরের প্রোডাকশন ‘লাল সিং চাড্ডা’ ছবির জন্য।

উত্তরবঙ্গের কালিম্পং জেলায় পাহাড়ী এলাকা গরুবাথান। এখানাকারই আহেলা নামের এক গ্রামে সোনমের বাড়ি। সোনমের বাবা রাজেন তামাং কাজের সুত্রে বিহারে

থাকেন। তাঁর মা রমলা গৃহবধূ এবং ভাই রীতেশ সদ্য মাধ্যমিক পাশ করেছে। ছোট থেকেই সোনমের অভিনয় প্রতিভা বুঝতে পারেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ছোটবেলা গরুবাথানে ক্লাসিকাল নাচের প্রাথমিক নাচের প্রশিক্ষণ নেন, পরে মালবাজারের এক ডান্সগ্রুপের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন সোনম । ২০১৯ সালে নাচের জন্য সোনম সরোজ পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তারপরই মডেলিং এর দিকে ঝোঁক বাড়ে তাঁর। এরপর ওয়েব সিরিজে কাজ করারও সুযোগ পান, এখন রুপোলি পর্দায় আমির খানের ছবিতে কাজ করবেন। সোনমের সাফল্যে বেশ খুশি এই অঞ্চলের বাসিন্দারা। সোনম রিকিকে এক অনুষ্ঠানে খাদা পড়িয়ে সম্মানিতও করেছেন গ্রামবাসীরা।

টম হ্যাঙ্কসের ‘ফরেস্ট গাম্প’ ছবির গল্পের অনুকরণে তৈরি করা হচ্ছে আমিরের লাল সিং চাড্ডা ছবিটি। আমিরের পাশাপাশি এই ছবিতে অন্যতম মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে করিনা কাপুর খানকে। ছবিতে এক চিনা নাগরিকের চরিত্রে দেখা যাবে সোনমকে। সোনম ছাড়াও ছবিতে রয়েছে আরও বেশ কয়েকজন পাহাড়ি মেয়ে।

‘শেষ পাতা’-র শ্যুটিং শেষ

সম্প্রতি, শেষ হল অতনু ঘোষের ‘শেষ পাতা’-ছবির শ্যুটিং। মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। ‘ময়ূরাক্ষী’, ‘রবিবার’ এর পর অতনু-প্রসেনজিতের এটি তৃতীয় ছবি। ইনস্টাগ্রামে শ্যুটিং টিমের সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে শ্যুটিং শেষ হওয়ার খবর নিজেই ঘোষণা করেছেন টলি-নায়ক।

ফ্লপ হবেই বিগ বস ১৫!

২ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে ‘বিগ বস ১৫’। কিন্তু একবারের জন্যও শো’তে সলমন খান বা ‘বিগ বস’ নির্মাতাদের তরফে নেওয়া হল না সিদ্ধার্থ শুক্লার নাম। ‘বিগ বস ১৩’র বিজেতা ছিলেন সিদ্ধার্থ। গত ২ সেপ্টেম্বর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি। তাই সিদ্ধার্থের অনুরাগীরা দাবি করছেন, সলমনের উচিত ছিল শো’তে একবার অন্তত সিদ্ধার্থর কথা তোলা! ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের অনেকে শো বয়কটের ডাকও দিয়ে ফেলেছেন।

সামান্থা রুথ প্রভু ও নাগা চৈতন্যর বিচ্ছেদ

শেষ পর্যন্ত ২ অক্টোবর বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা করেন দক্ষিণী চলচ্চিত্রের অন্যতম আলোচিত জুটি সামান্থা রুথ প্রভু ও নাগা চৈতন্য। চার বছর বিবাহিত জীবন কাটানোর পর আলাদা পথে হাঁটার কথা জানিয়েছেন দু’জনে। তবে বিয়ে ভাঙলেও যে তাঁদের মধ্যে যে থেকে যাবে বন্ধুত্ব, সে ইঙ্গিত এই দু’জনেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছেন।

শোনা গেছিল, সামান্থা নাকি ৫০ কোটি টাকা খোরপোশ পেতে পারেন নাগার থেকে। তবে এবার শোনা যাচ্ছে ৫০ নয় বরং সামান্থাকে ২০০ কোটি টাকা নাকি খোরপোশ হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল! বিয়ে ভাঙার পর সে টাকা নিতে নারাজ সামান্থা। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ এক ব্যাক্তি সংবাদ-মাধ্যমকে জানিয়েছেন, “সামান্থার মন ভেঙেছে, ও হতাশ, ও এই বিয়ে থেকে শুধু ভালবাসা এবং সহচর্য চেয়েছিল। সেটাই যখন শেষ হয়ে গেছে, সেখান থেকে ওর আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই”।

চলে গেলেন ‘নটু কাকা’!

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত জনপ্রিয় হিন্দি টেলিভিশন সিরিয়াল ‘তারক মেহতা কা উলটা চশমা’র ‘নট্টু কাকা’ তথা খ্যাত অভিনেতা ঘনশ্যাম নায়েক। ৩ অক্টোবর বিকেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই খবর জানান ‘তারক মেহতা কা উলটা চশমা’র প্রযোজক অসিত কুমার মোদি। বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যানসার আক্রান্ত ছিলেন অভিনেতা ঘনশ্যাম নায়েক। ২০২০ সালেই তার ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছিল।

মাত্র ৭ বছর বয়সে ঘনশ্যাম নায়েক অভিনয়ের দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন। ১৯৬০ সালে ‘মাসুম’ ছবিতে তাঁকে দেখা গিয়েছিল শিশুশিল্পীর ভূমিকায়। ১০০-র বেশি গুজরাটি ও হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। যার মধ্যে ‘হাম দিল দে চুকে সনম’, ‘তেরে নাম’, ‘চোরি চোরি’ এবং ‘খাকি’ অন্যতম।

হিন্দি সিরিয়ালে সুযোগ পেল শিলিগুড়ির গঙ্গা

উত্তরবঙ্গের যুবক যুবতীদের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই। সেটি ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে একের পর এক উত্তরবঙ্গবাসীদের সাফল্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। জি-টিভি ও স্টার প্লাস-এর দুই খুবই জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল ‘কসোটি জিন্দেগিকী’ ও ‘কুমকুম ভাগ্য’। এই দুই সিরিয়ালে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির তরিবারি এলাকার গঙ্গা অধিকারী। ২৪ সেপ্টম্বর গঙ্গা মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।

ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল গঙ্গার। তবে অন্যান্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো গঙ্গার পরিবারও প্রথমদিকে তাঁর অভিনয়ের ইচ্ছাকে সমর্থন

করে নি। তবে হাই স্কুলে পড়ার সময় তিনি একটা নেপালি গানে ডান্সার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। এরপর পরিবারের অনুমতি পেয়ে ২০১৮ সালে শিলিগুড়ি কলেজ থেকে পড়াশুনা শেষ করেই মুম্বাইতে চলে যান। মুম্বাইতে একতা কাপুরের অ্যাক্টিং স্কুলে অ্যাডমিশন নেন এবং সেই সঙ্গে একের পর এক সিরিয়ালে কাজের সন্ধানে অডিশন দিতে থাকেন। এই ভাবেই সে স্টার প্লাস-এর ‘কসোটি জিন্দেগিকী’ সিরিয়ালে কাজ করার সুযোগ পান। ইতি মধ্যে তিনি জি-টিভি’র ‘কুমকুম ভাগ্য’ সিরিয়ালে কাজ করারও সুযোগ পেয়েছেন। কোভিডের জন্য সুটিং বন্ধ থাকায় শিলিগুড়িতে নিজের বাড়িতেই ছিলেন। তবে এখন পরিস্থিতি অনেকটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসায় আবার মুম্বাই পাড়ি দিয়েছেন গঙ্গা।

বিয়ে করছেন মৌনি, জল্পনা নয় সত্যি

বর্তমানে ভারতবর্ষে ছোট পর্দায় অন্যতম জনপ্রীয় কোচবিহারের অভিনেত্রী মৌনী রায়। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বিয়ে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে ছিল জল্পনা। এবার সত্যিই সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন অভিনেত্রী। ২০২১-এর জানুয়ারি মাসেই মৌনী বিয়ে করতে চলছেন তাঁর প্রেমিক সুরজ নাম্বিয়ারকে। বিয়ের অনুষ্ঠান ভারতের বাইরে দুবাই বা ইটালিতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মৌনীর তুতো ভাই বিদ্যুৎ রায় সরকার। তবে জানা গেছে বিয়ে যেখানেই হোক না কেন, কোচবিহারে নিজের বাড়িতেও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন অভিনেত্রী।

সুরজ দুবাইতে থাকেন। সেখানেই কর্মরত একজন ব্যাংকার

রিসেপ্সন কোচবিহারেও

এবং ব্যবসায়ী। তিনি বেঙ্গালুরুর জৈন পরিবারের বড় ছেলে। অন্য দিকে মৌনীর প্রয়াত বাবা অনিল রায় ছিলেন কোচবিহার পুরসভার উচ্চপদস্থ কর্মী। তাঁর মা হলেন

এক জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা।

‘কিউ কি সাঁস ভি কভি বহু থি’ সিরিয়ালে ডেবিউ করেছিলেন। তারপর বিভিন্ন সিরিয়ালে দেখা গিয়েছে মৌনীকে। তাঁর নাগিন-এর অবতার দর্শকদের মন জয় করেছিলেন তিনি। জি ফাইভের ‘লন্ডন কনফিডেনশিয়াল’-এ শেষ বার অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল মৌনীকে। রণবীর কপূর, আলিয়া ভট্ট, অমিতাভ বচ্চনের আগামী ছবি ‘ব্রহ্মাস্ত্র’-তে দেখা যাবে মৌনীকে।

টলিউডের ওয়েবসিরিজে নায়িকা জিনা

জলপাইগুড়ির মেয়ে জিনা নেট মাধ্যমে ভিডিও জকি হিসেবে বেশ পরিচিত। এবার ওয়েব সিরিজে নায়িকা হিসেবে তাকে দেখা যাবে। অ্যাঞ্জেলের ক্লিক প্ল্যাটফর্মে দুটি ওয়েব সিরিজে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন জিনা। চিকফ্লিক সেশন ২ এবং ব্রেন ওয়াশ দুটি ওয়েব সিরিজে খরাজ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা যাবে জিনাকে। চিকফ্লিক সেশন ২-তে খরাজ মুখোপাধ্যায় রয়েছেন জিনার বাবার ভূমিকায় এবং ব্রেনওয়াশ-এ জিনা থাকছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়ের গার্লফ্রেন্ডের ভূমিকায়। এর আগেও পরিচালক অভিরূপ ঘোষের জম্বিস্থান ছবিতে রুদ্রনীল ঘোষ, রজতাভ দত্ত, তনুশ্রী চক্রবর্তীর কো-স্টার হিসেবে কাজ করেছেন জিনা।

জিনার বাড়ি জলপাইগুড়ির কেরানিপাড়ায়। তাঁর পুরো নাম জিনা তরফদার। ছোটো থেকে

বড় হওয়া এবং পড়াশুনা সব জলপাইগুড়িতেই। জিনার বাবা অসীম তরফদার জীবনবিমা সংস্থার প্রাক্তন আধিকারিক। মা বীণা তরফদার গৃহবধূ। জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজে কলা বিভাগে পড়াশুনা করেছেন জিনা। কলেজে পড়ার সময় জনপ্রিয় ম্যাগাজিন, সানন্দার তিলোত্তমা কলকাতা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন নজরে আসে জিনার। সেখানে প্রতিযোগিতার জন্য আবেদন করলে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ডাক আসে কলকাতা থেকে। সেখান থেকেই তাঁর বাড়ি ছেড়ে কলকাতা যাওয়া। আড়াই বছর কলকাতায় কাটানোর পর গত বছর করোনার জন্য লকডাউনে জলপাইগুড়িতে ছিলেন জিনা।

এর আগেও জলপাইগুড়ির মেয়ে মিমি চক্রবর্তী কলকাতার টলিপাড়ায় নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করেছেন। তবে মিমির পর জিনা টলিপাড়ায় কতটা সফল হতে পারে সেটা বলবে সময়।

অক্টোবরে ওটিটি’তে নতুন রিলিজের সরগরম

গোটা অক্টোবর জুড়েই রয়েছে পুজোর আনন্দ ও আমেজ। তবে পুজো থাকলেও সঙ্গে থাকছে করোনার আতঙ্ক এবং পুজোতে ঘোরার ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধও। তবে পুরো মাস জুড়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিতে থাকছে নতুন নতুন ছবি ও সিরিজের সরগরম।

১০ অক্টোবর একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে তিনটি বাংলা ছবি। দেব অভিনীত ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী-র জীবন নিয়ে তৈরী করা ‘গোলন্দাজ’, চিরঞ্জিৎ অভিনীত ‘ষড়রিপু’ পরমব্রত-কোয়েলের ‘বনি’ এবং জিৎ-অভিনীত ‘বাজি’। আগামী ১৫ অক্টোবর জি-৫ প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে আকর্ষ খুরানার পরিচালিত ‘রশ্মি রকেট’। এই ছবিতে তাপসী পান্নু মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন। ছবিতে এক ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড়ের জীবন সংগ্রামের গল্প বলা হবে। একই দিনে নেটফ্লিক্স-এ মুক্তি পাচ্ছে ‘লিটল থিংস-৪’। ১৬ অক্টোবর অ্যামাজন প্রাইম-এ মুক্তি পাচ্ছে সুজিত সরকার পরিচালিত ‘সর্দার উধম’। মুখ্য চরিত্রে অভিনেতা ভিকি কৌশল। সব মিলিয়ে পুজোতে বাইরে না বেরলেও ঘরে বসে সম্পূর্ণ বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম গুলিতে।

সেরা সংগীত পরিচালকের পুরস্কার পেলেন দেবজ্যোতি মিশ্র

২০তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ‘ইমাজিন ইন্ডিয়া ফিল্ম ফেস্টিভাল’-এ সেরা সংগীত পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। স্পেনের মাদ্রিদে আয়োজিত এই ফিল্ম ফেস্টিভালটি ২৪ সেপ্টম্বর শুরু হয়েছিল, এটি শেষ হবে ৯ অক্টোবর ২০২১-এ। এই পুরস্কারের দৌড়ে দেবজ্যোতি মিশ্র’র সঙ্গে আরও ছিলেন তারাস ড্রোন এবং ইসমাইল মনসেফ। তবে শেষ হাসি হাসেন তিনি। ‘বাঁশুরি-দ্য ফ্লুট’ ছবিতে সুর দেওয়ার জন্য দেবজ্যোতি মিশ্র এই পুরস্কার পেয়েছেন।

এ বিষয় দেবজ্যোতি মিশ্র জানিয়েছেন, “বাঁশুরি-দ্য ফ্লুট” সিনেমায় আমরা যারা কাজ করেছি সকলের জন্য এটা সত্যিই একটি বড় সম্মানের বিষয়। আমি মনে করি যে আমরা পুরস্কারের জন্য কাজ করি না কিন্তু যদি কেউ সেই স্বীকৃতি পায় তবে তা পুরো দলের জন্য। আমি হরি বিশ্বনাথ চলচ্চিত্রের নির্মাতাকে ধন্যবাদ জানাই যিনি প্রথম তামিল চলচ্চিত্র রেডিওপেটির পরিচালক। তিনি চেয়েছিলেন আমি বাঁশুরি-দ্য ফ্লুট-তে মিউজিক দিই। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার সংগীতশিল্পী

পাপন এবং অন্বেষা দত্ত গুপ্ত, তাঁদের সুরেলা অবদানের জন্য ধন্যবাদ। আমি আমার স্ত্রী জোনাকির প্রতিও কৃতজ্ঞ, যিনি আমার প্রতিটি গান শোনেন এবং তার মূল্যবান পরামর্শ জানান। এটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য সত্যিই একটি গর্বের মুহূর্ত!”

তবে শুধু দেবজ্যোতি মিশ্র নন পরিচালক হরি বিশ্বনাথ, অনুরাগ কাশ্যপ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, জার্মান চিত্রগ্রাহক জর্জেগর্জ হার্টফিল এবং ছবির সঙ্গে যুক্ত আরও অনেকেই এই পুরস্কারের জন্য খুশি এবং তাঁরা সকলেই এই সম্মানটি একটা

যুব কনভেনারের বাড়ীতে হামলা, পথ অবরোধ তৃণমূলের

মাথাভাঙ্গা: ১ অক্টোবর রাতে মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের যুব কনভেনার সুমন্ত অধিকারীর বাড়িতে আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদে নয়ারহাট এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। পরে তারা মাথাভাঙ্গা-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের ইছাগঞ্জ এলাকায় পথ অবরোধ করেন।

এব্যাপারে সুমন্ত অধিকারী বলেন, দলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই তার বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন আশ্বাস দেওয়ায় তারা পথ অবরোধ তুলে নেন। যুবকনভেনার বলেন, মনিরুল হোসেনের অনুগামিরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও এই বিষয়ে মজীরুল বাবু সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মজীরুল বলেন, কে বা করেছে তিনি জানেন না, আর নয়ারহাটে তৃণমূলের কোনো গোষ্ঠী কোন্দল নেই যারা গোষ্ঠী কোন্দলের কথা বলছেন, তারা দলে গোষ্ঠী কোন্দল করছেন। এরা সমাজ বিরোধী। সুমন্ত অধিকারী কিছু সমাজ বিরোধী নিয়ে এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে।

মোটা অঙ্কের বিল, দিনভর আটক বিদ্যুতকর্মী

বক্সিরহাট: অতিরিক্ত বিদ্যুৎ-এর বিল আশায় হতভম্ব পরিবারের লোকজন। মিটার রিডিং নিতে আসা এক বিদ্যুৎকর্মীকে তারা দিনভর আটকে রাখেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ২৯ সেপ্টেম্বর রাত আটটা নাগাদ বক্সিরহাট থানার শালডাঙ্গা বাজার সংলগ্ন জাকির মিয়ার বাড়িতে।

ঘটনা প্রসঙ্গে ওই বাড়ির মালিক জাকির মিয়া বলেন, তিন মাস আগেও মিটার রিডিং নেওয়ার পর ২৫ হাজার টাকা বিল আসে তার বাড়িতে, ধার করে সেই বিল মিটিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তার বাড়ির বৈদ্যুতিক মিটার পরিবর্তনের জন্য একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানালেও ফের আজ মিটার রিডিং নিতে আসে বক্সিরহাট বিদ্যুৎ দপ্তরের এক কর্মী। মিটার রিডিং এরপর আজকেও তার বিল আসে ১৯ হাজার ৫০০ টাকা। যা দেখে তিনি চমকে ওঠেন। বাড়িতে মাত্র চারটি লাইট, দুটি ফ্যান একটি টিভি ছাড়া আর কিছুই নেই। এদিকে মিটার রিডিং নিতে আসা বিদ্যুৎকর্মী সুভাষ পাল বলেন, জাকির মিয়া বাড়িতে অতিরিক্ত মোটা অংকের বিল এসেছে এটা সত্যি, মিটারে যা ইউনিট উঠেছে সেটা দেখেই বিল হয়েছে। এটা কেন হচ্ছে তা জানার জন্যই, বিদ্যুৎ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাস্থলে আসার দাবিতে তাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে জাকির মিয়ার বাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা না এসে তারা কেন পুলিশ পাঠিয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে পুলিশ এসে আমাকে ঘটনাস্থল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তবে বৈদ্যুতিক মিটার পরিবর্তন হবে কিনা সেটা অফিস সিদ্ধান্ত নেবে।

বন্ধ তৃণমূল যোগদানের কর্মসূচি

শিলিগুড়ি: বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার যেন হিড়িক পড়ে গেছে। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। পাপিয়া ঘোষ জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী হওয়ার পর অন্যদল থেকে তৃণমূলে যোগদানের ওপর রাশটানা হয়েছিল। তাঁরই নির্দেশে প্রায় ১৫ দিন দলবদল বন্ধ থাকার পর ফের তৃণমূলে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু না দেখেই অন্যদলের নেতা-কর্মীদের তৃণমূলে যোগদানের অনুমতি দেওয়ায়, ফের কর্মসূচী বন্ধের নির্দেশ দিলেন পাপিয়া ঘোষ। তিনি বলেন, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে পুজো পর্যন্ত তৃমমূলে যোগদান বন্ধ রাখা হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে তৃণমূলে যোগদানের জন্য প্রায় দশ হাজার আবেদন পত্র জমা পড়েছে। এগুলি স্ক্রুটিনি করতে সময় লাগবে। পুজোর পর রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে দলে যোগদান নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তৃণমূল সূত্রের খবর, বিধান সভার ভোটের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দল থেকে প্রায় দশ হাজার নেতা-কর্মী তৃণমূলে যোগদানের জন্য আবেদন করেছে। প্রথমে দলের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কেউ আবেদন করলেই তাকে দলে নেওয়া হবেনা। তার সর্ম্পকে খোঁজ খবর নিয়েই তবেই তাকে দলে নেওয়া হবে। এছাড়া যেকোন যোগদানের আগাম খবর দলের সভাপতিকে জানাতে হবে। কিন্তু কিছু বন্ধ থাকার পর ফের যোগদানের কর্মসূচী চালু হতেই বহু যোগদানের খবর হয় জেলা সভানেত্রী জানতে পারছেননা নয়তো একেবারে শেষ মুর্হুতে জানতে পারছেন। তাছাড়া এমনকিছু নেতা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন যাদের নিয়ে একেবারেই খুশি নন জেলা সভানেত্রী। অভিযোগ উঠেছে কোন খবর না নিয়েই তাদের দলে নেওয়া হয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে তাই জেলা সভনেত্রী পাপিয়া ঘোষ কড়া নির্দেশ জারি করেছেন দলের নেতা কর্মীদের জন্য। এই নির্দেশ অনুসারে দলের কোন ব্যাপারে যে কেউ ইচ্ছামত সংবাদ মাধ্যমে মন্তব্য করতে পারবেননা। বিশেষ ক্ষেত্রে দলের নেতারা সভাপতি বা দলয়ী মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তবেই সংবাদ সমাধ্যমে বিবৃতে দিতে পারবেন। দলীয়, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক, যে কোন বিবৃতি শুধুমাত্র জেলা সভাপতি ও দলীয় মুখপাত্রই সংবাদ মাধ্যমে দিতে পারবেন।

প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রত্যাহার বারকোদালিতে

বক্সীরহাট: ১ অক্টোবর দলের নির্দেশ মেনে দলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন বারকোদালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্যরা। ঐদিন এই মর্মে তুফানগঞ্জ-২ এর বিডিওর হাতে পত্র তুলে দেন তৃণমূল পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচজন পঞ্চায়েত সদস্য। তাদের মধ্যে সঞ্জয় সরকার জানান প্রধান, উপপ্রধানের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনৈতিক কাজকর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে গত ২০ জুলাই আমরা প্রধান মনোরমা বর্মন ও উপপ্রধান কৃষ্ণকান্ত বর্মন-এর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলাম। ওই প্রস্তাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ সদস্যের মধ্যে ৮ জন সদস্য সই করেছিলেন। কোভিড পরিস্থিতির জন্য সরকারি নির্দেশে সভা স্থগিত হয়ে যায়। বর্তমানে দলের জেলা সভাপতি প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব না আনার নির্দেশ দেন। তখন বিষয়টি তারা দলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালে তাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে দলীয় নির্দেশ মেনে তারা অনাস্থা প্রস্তাব তুলে নিয়ে প্রধান ও উপ প্রধানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

এ ব্যাপারে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ বর্মন বলেন, দলীয় প্রধান ও উপপ্রধানের সঙ্গে কিছু বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের ভুল বোঝাবুঝির কারণে ওই পঞ্চায়েত সদস্যরা ভুল করে প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল। বর্তমানে দলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তারা পঞ্চায়েত সদস্যদের বুঝিয়ে অনাস্থা প্রত্যাহার করাতে সমর্থ হন। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এলাকায় তারা একটি প্রতিবাদ মিছিল ও সংগঠিত করেছিলেন। ঠিক তার পরেই পঞ্চায়েত সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহারের সম্মতি দেন।

এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ-২ এর বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু জানান, গত ২০ জুলাই ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের আট জন পঞ্চায়েত সদস্য প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির জন্য সরকারি নির্দেশ মেনে তলবি সভা ডাকা সম্ভব হয়নি। আজকে পাঁচ পঞ্চায়েত সদস্য স্বাক্ষর করে অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহারের চিঠি দেন ।

দিনহাটা উপনির্বাচন:

অস্ত্র ভাণ্ডার নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজনৈতিক দলগুলি

কোচবিহার: অস্ত্র ভাণ্ডার মজুতের অভিযোগ তুলে দিনহাটা উপনির্বাচন নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। ২৯ সেপ্টেম্বর কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে সর্বদলীয় বৈঠক করে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় ১ অক্টোবর থেকে নির্বাচন বিধি লাঘু হবে। ৮ অক্টোবর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। স্কুটনি হবে ১১ অক্টোবর। ১৬ অক্টোবর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার শেষ তারিখ। ৩০ অক্টোবর ভোট গ্রহণ করা হবে। ২ নভেম্বর গননা হবে। দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে এই মুহূর্তে ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ভোটার রয়েছেন। এরমধ্যে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯১৫ পুরুষ এবং ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৩৭ জন মহিলা ভোটার রয়

কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান বলেন, প্রত্যেক নির্বাচন ঘোষণার পর রাজনৈতিক দল গুলোকে নিয়ম সম্পর্কে

অবহিত করানোর জন্য সর্বদলীয় বৈঠক করা হয়। দিনহাটার উপ নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই ইলেকশন সেল খোলা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর ভোট রয়েছে। সবাই যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে এসে ভোট দেন তার অনুরোধ করা হচ্ছে। পুলিশ সুপার সুমিত কুমারও ভোট শান্তিপূর্ণ করানোর ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকে আশ্বস্ত করেন।

কিন্তু রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা কিন্তু দিনহাটার সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "আমরা বেশ কিছুদিন ধরে দেখে আসছি দিনহাটায় মাঝে মধ্যে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। এর থেক স্পষ্ট সেখানে প্রচুর অস্ত্র মজুত হয়েছে। সমস্ত বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার না করা হলে তা নির্বাচনের সময় ব্যবহার হতে পারে। পুলিশ প্রশাসনকে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাবো।"

বামেদের পক্ষে সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দীপক সরকার। তিনি উৎসবের মরসুমে ভোট করানোর বিপক্ষে। এতে সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী সকলেই ক্ষতি হবে বলে যেমন উল্লেখ করেছেন। তেমনি সকলকে ভ্যাকসিন দেওয়া সহ বেশ কিছু দাবির সাথে বলেন, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে থাকা সুকারুর কুঠি, বুড়িরহাট ১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটে যাতে বিরোধীরা প্রচার করতে না পারে, তার জন্য সন্ত্রাস চালানো হয়। সেই সন্ত্রাস বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।"

বিজেপির প্রতিনিধি হিসেবে সর্বদলীয় বৈঠকে থাকা বর্ষীয়ান নেতা নিত্যানন্দ মুন্সি বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে তা নিয়ে আমরা নিশ্চিত। কিন্তু দিনহাটায় একের পর এক গণ্ডগোল হয়ে চলেছে। পুলিশ গণ্ডগোল ঠেকাতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারছে না বলেই আইন শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। তাই পুলিশ প্রশাসনকে দুষ্কৃতি তাণ্ডব বন্ধ রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে।"

টাটা টি গোল্ডের বিশেষ পুজো প্যাক

শিলিগুড়ি: টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টসের সুপরিচিত ব্র্যান্ড 'টাটা টি গোল্ড' দুর্গাপুজোর আনন্দ বাড়াতে নিয়ে এসেছে বিশেষ উৎসবকালীন প্যাক। এই প্যাকে তুলে ধরা হয়েছে দুর্গা পুজোর ৫ দিনের বিশেষ স্মরণীয় অনুষ্ঠানগুলি – ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত।

পাঁচদিনের এই বিশেষ প্যাকের সিরিজে টাটা টি গোল্ড উৎসব-উদযাপনের বিশেষ মুহূর্তগুলির ওপরে আলোকপাত করেছে। ষষ্ঠী প্যাকে রয়েছে দেবী দুর্গার আগমণ – আমন্ত্রণ, বোধন ও অধিবাস। সপ্তমী প্যাকে রয়েছে কলাবৌ। অষ্টমী ও নবমী প্যাকে ফুটে উঠেছে পুষ্পাঞ্জলী, সন্ধিপূজা, ধুনুচি নাচ ও ঢাক। আর দশমী প্যাকে স্থান পেয়েছে ঐতিহ্যবাহী সিঁদুরখেলা। টাটা টি গোল্ডের এই পাঁচদিনের প্যাকের সিরিজ গ্রাহকদের কাছে সংগ্রহযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

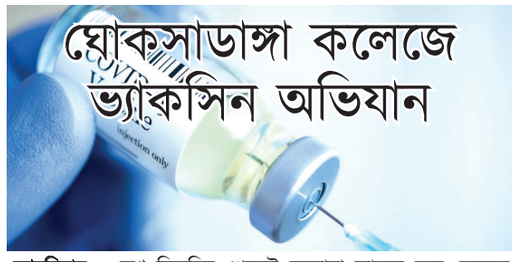

কোচবিহার: বেশ কিছুদিন থেকেই করোনা আবহে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বন্ধ রয়েছে। অনলাইনেই চলছে ক্লাস। তবুও ঘোকসাডাঙ্গা কলেজ থেমে নেই। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের তরফ থেকে ১ অক্টোবর ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন সকাল ১১ টা থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়। ঘোকসাডাঙা কলেজের অধ্যক্ষ সহদেব রায় বলেন, অনলাইনের মাধ্যমেই রেজিস্ট্রেশন করা হয়। যারা রেজিস্ট্রেশন করেছে তারা সকলকেই এই ভ্যাকসিন পাবে। উল্লেখ্য, যারা একেবারেই ভ্যাকসিন পাননি, মূলত তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অধ্যক্ষ বলেন, করোনা মোকাবিলায় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরে পক্ষ থেকে এদিন প্রায় ৫০০ জন পড়ুয়াকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভ্যাকসিনের ব্যাবস্থা করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান সহদেব বাবু। তাছাড়াও পরবর্তী সময়ে যদি স্বাস্থ্য দপ্তর আরো ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করে তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সেটা গ্রহণ করবে এবং বাকী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তাছাড়াও পরবর্তী সময়ে যদি স্বাস্থ্য দপ্তর আরো ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করে তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সেটা গ্রহণ করবে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

নয়দশক ধরে সম্প্রীতির পুজো বালা পাড়ায়

জলপাইগুড়ি: ৯২ বছর ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে পুজো করছে জলপাইগুড়ির বালাপাড়া দুর্গাপুজো কমিটি। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করেন। ১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দু মুসলিম সকলে মিলে খুঁটি পুজোয় মেতে ওঠেন। পুজো কমিটির সদস্য ফয়জুল ইসলাম বলেন, সৌভাতৃত্বের নজির গড়ে দীর্ঘ নয় দশক ধরে পুজো হচ্ছে এখানে। ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির মেলবন্ধনের পুজো হয় আমাদের এখানে। পুজো কমিটির সম্পাদক অসীম রায় বলেন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতি বছরই আমরা পুজোর আয়োজনে মেতে উঠি। এবারও তার অন্যথা হয়নি। কোভিড বিধি মেনেই পুজো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত বালাপাড়া।এদিন হিন্দু-মুসলিম যৌথ উদ্যোগে খুঁটি পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজোর বায়না দেওয়া থেকে চাঁদা তোলা সবেতেই সামিল হতে দেখা যায় ফয়জুল ইসলাম, হজরত আলি, নবিউল ইসলাম, আয়াতুল ইসলামদের। তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে পুজোর সমস্ত দিক সামলান উত্তম তন্ত্র, অসীম রায়, সুজন তন্ত্র, সুরেন দেবনাথরা। পুরোহিত মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী বলেন, এখানে পুজো করতে এসে বরাবরই খুব ভাল লাগে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এগিয়ে এসে পুজোর আয়োজন করেন। আশা করব আগামীদিনেও এভাবেই অটুট থাকবে ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি।

পরপর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এর মাশুল মাথায় হাত এক মধ্যবিত্ত পরিবারের, ঘটনাস্থলে পুলিশ।

ফুসফুসের স্বাস্থ্য রক্ষায় অক্সিলুং

কলকাতা: ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ স্টাডি অনুসারে হৃদরোগে ভারতে মৃত্যুর হার সর্বাধিক বেশি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শ্বাসকষ্ট জনিত মৃত্যু। যা এক বছরে প্রায় ১০ মিলিয়ন ভারতীয়কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

দ্য ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে, ১৯৯০ সালে ভারতে শ্বাসকষ্ট জনিত রোগির সংখ্যাছিল ২৮.১মিলিয়ন। যা পরে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৫.৩ মিলিয়নে।

শ্বাসকষ্ট-এর এই সমস্যা দূর করতে ডা: বাত্রার হেলথকেয়ার চালু করেছে অক্সিলুং চিকিৎসা পদ্ধতি। মুলত এই পদ্ধতি হল ফুসফুসের ফাংশন পরীক্ষা। যা কম্পিউটারাইজড পদ্ধতির মাধ্যমে ফুসফুসের শক্তি, আয়তন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতার মূল্যায়ন করে। অপরটি হল হোমিওপ্যাথিক নেবুলাইজেশন। ডা: বাত্রার হোমিওপ্যাথিক নেবুলাইজার সম্পূর্ণ রূপে নিরাপদ এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত। তাই ফুসফুসের অ্যালার্জিতে আক্রান্ত রোগীরা ডা. বাত্রার হোমিওপ্যাথিক নেবুলাইজারের সাহায্যে নির্ভয়ে সহজেই শ্বাস নিতে পারবেন। ডক্টর মুকেশ বাত্রা বলেন, অক্সিলুং কোন প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ফুসফুসের স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং ফুসফুসের স্বাস্থ্য সর্ম্পকে নির্ভুল কম্পিউটারাইজড রিপোর্ট দেয়।

বাজারে এল আসুস-র ভিভোবুক ল্যাপটপ

কলকাতা: উৎসবের মরসুমের আগে আসুস(ASUS) বাজারে আনল ওএলইডি প্রযুক্তি যুক্ত ল্যাপটপ ভিভোবুক কে ১৫। এটি একটি সাশ্রয়ী মূল্যের ল্যাপটপ যা প্রধানত জেনারেশন জেড ব্যবহারকারীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভিভোবুক ল্যাপটপটির ডিসপ্লেটি হল ৮৪% স্ক্রিন-টু-বডি রেশিও এবং চওড়া ১৭৮ ডিগ্রী। যা এই ল্যাপটপে কাজ করার ক্ষেত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেবে।

আসুস-এর এই নতুন ভিভোবুক কে ১৫ ল্যাপটপটি সর্বাধুনিক ১১ তম জেনারেশন যা আইরিশ এক্স গ্রাফিক্স সহ ইনটেল কোর প্রসেসরে চলে এবং চারটি সিপিইউ ভেরিয়েন্টে আসে- ইনটেল আই৩, ইনটেল আই৫, ইনটেল আই৭ এবং এএমডিআর-ফাইভ। ভোক্তাদের সবরকম চাহিদার কথা খেয়াল রেখেই ভিভোবুক কে ১৫ ল্যাপটপটি ডিজাইন করা হয়েছে। যাতে সময় বিশেষে ভোক্তার টিভি দেখার প্রয়োজনীয়তাও মেটাতে পারে।এই জন্য ভিভোবুকের স্ক্রিনটি ১৫.৬ইঞ্চির ফুল এইচডিও এলইডি প্যানেল রাখা হয়েছে যার তিন-পার্শ্বযুক্ত ন্যানো এজ ডিসপ্লে রয়েছে এবং দামও ভোক্তাদের আয়ত্তের মধ্যেই রাখা হয়েছে।

আসুস ইন্ডিয়ার কনজিউমার অ্যান্ড গেমিং পিসির বিজনেস হেড আর্নল্ডসু বলেন, এই প্রথম ওএলইডি ডিসপ্লে সহ ভিভোবুক লঞ্চ করা হল যা ভোক্তাদের কাজ করার আনন্দকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলবে এবং সেইসাথে কম্পানীর ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

বাজারে এল ওপ্পো-র এ৫৫ স্মার্ট ডিভাইস

কলকাতা: বাজারে এল ওপ্পো-র এ৫৫ স্মার্ট ডিভাইস। ৫০ এমপি এআই ট্রিপল ক্যামেরা এবং ৩ ডি কার্ভড সূক্ষ্ম নকশা সহ ওপ্পোএ৫৫-এর ডিভাইসটি দেখতেও খুব আর্কষণীয়। ওপ্পোএ৫৫ দুটি ভেরিয়েন্টে আসবে: ৪+৬৪জিবি ভেরিয়েন্টটি ৩ অক্টোবর থেকে ১৫,৪৯০ টাকায় এবং ৬+১২৮ মডেলটি ১১ অক্টোবর থেকে ১৭,৪৯০ টাকায় অ্যামাজনে এবং মেইনলাইন রিটেইল আউটলেটে পাওয়া যাবে।

বিশাল ট্রু ৫০ এমপি এআই ক্যামেরা ছাড়াও ওপ্পোএ৫৫-এ ডিভাইসটিতে ওপ্পো এ৫৫ ট্রিপল এইচডি ক্যামেরা সহ দুই এমপি বোকেহ শুটার এবং দুই এমপি ম্যাক্রো স্ন্যাপার রয়েছে।

ওপ্পো এ ৫৫-এর প্রধান লএআই ক্যামেরাটিতে পিক্সেল-বিনিং প্রযুক্তি থাকায় অনেক কম আলোতেও ভালো ছবি তোলা যায়। এছাড়া ডিভাইসটির ২এমপি বোকেহ ক্যামেরা ফটোগ্রাফির মানকে ন্যাচারাল করে তোলে। এমনকি ওপ্পোএ৫৫-এর ব্যাকলাইট রাতে ফোটো তোলার সময় এইচডিআর-এর সাথে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য নাইট মোডে পরিষ্কার ফটো তুলতে সাহায্য করে।

ওপ্পো-র এ৫৫স্মার্ট ডিভাইসটিতে ১৬ এমপি-র সেলফি ক্যামেরা যেমন আছে তেমনি ব্যাক ক্যামেরাতেও এআই বিউটিফিকেশনের ফিচার পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ক্যামেরার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ড্যাজেল কালার, ফটো ফিল্টার এবং প্যানো শট।

রেকিটের এনডিটিভি ডেটল বনেগা স্বস্থ ইন্ডিয়া

শিলিগুড়ি: রেকিট ও এনডিটিভি'র ফ্ল্যাগশিপ ক্যাম্পেন 'এনডিটিভি ডেটল বনেগা স্বস্থ ইন্ডিয়া' তাদের অভিযান 'স্বস্থ ভারত' থেকে 'সম্পন্ন ভারত' পর্যন্ত প্রসারের কথা ঘোষণা করল। মুম্বইয়ে আয়োজিত এক মেগা ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন রেকিটের গ্লোবাল সিইও লক্ষণ নরসিংহন, বিএসআই-এর ক্যাম্পেন অ্যাম্বাসাডর অমিতাভ বচ্চন ও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তারা এই ইভেন্টের থিম 'ওয়ান হেলথ, ওয়ান প্ল্যানেট, ওয়ান ফিউচার'কে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আহ্বান জানান।

বিএসআই জানিয়েছে, ২০২৬ সাল নাগাদ এই ক্যাম্পেনকে ত্রিগুণ করে ৪৭ মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্য, ডেটল হাইজিন কারিকুলাম প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের ১০০ শতাংশ প্রাইমারি স্কুলে পৌঁছে যাওয়া।

এবছর এনডিটিভি ডেটল বনেগা স্বস্থ ইন্ডিয়া ক্যাম্পেন গত ৭৫ বছরে হেলথ, হাইজিন ও নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরেছে। ১২ ঘন্টার টেলিথনে ভারতের ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নিয়েছিলেন।

দুর্গাপূজায় সোনি ইন্ডিয়ার অফার

কলকাতা: উৎসবের মরশুমে দুর্গা পূজা উপলক্ষে সোনি ইন্ডিয়া বিশেষ ছাড় ঘোষণা করেছে। এইসময় সোনির বেস্ট-ইন-ক্লাস প্রোডাক্টসমূহ পাওয়া যাবে আকর্ষণীয় ফাইন্যান্স স্কিম, 'জিরো ডাউন পেমেন্ট'-সহ সহজ ইএমআই ও দারুণ ছাড়ে। সোনি ব্রাভিয়া, ক্যামেরা, প্রিমিয়াম হোম অডিয়ো প্রোডাক্টস – সবকিছুই এর আওতায় থাকবে। সোনি ইন্ডিয়া আশা করে তাদের গ্রাহকগণ বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে মিলে সোনির আরও ঘনিষ্ঠ (#Closer-withSony) হয়ে উঠবেন।

সোনি ইন্ডিয়ার সেলস হেড সতীশ পদ্মনাভন জানান, তারা গ্রাহকদের জন্য অ্যাডভান্সড ফিচার-যুক্ত 'ইনোভেটিভ' ও 'টেকনোলজিক্যালি সুপিরিয়র' প্রোডাক্টস নিয়ে এসেছেন, যেমন এক্সআর টেকনোলজি, গুগল টিভি, ট্রিলুমিনাস ডিসপ্লে ও ডলবি আটমস। স্টে-অ্যাট-হোম কালচারের ফলে লার্জ স্ক্রিন টেলিভিশন ও সাউন্ডবারের চাহিদা খুবই বেড়েছে। 'ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম' ও 'লার্ন-ফ্রম-হোম' ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে অডিয়ো সেগমেন্টে হেডফোন, ইয়ারফোন ও ব্লুটুথ স্পিকারের চাহিদাও বেড়ে গেছে। দুর্গা পূজা উদযাপনের জন্য সোনি ইন্ডিয়া 'ইজি ফাইন্যান্স স্কিম'-সহ নানারকম আকর্ষণীয় অফার নিয়ে এসেছে বলে জানান তিনি।

অ্যামাজন-ডট-ইনে 'পুজো শপিং স্টোর'

শিলিগুড়ি: উৎসবের মরশুমের প্রস্তুতি হিসেবে অ্যামাজন-ডট-ইন চালু করল 'পুজো শপিং স্টোর'। এই স্টোরে বিশেষভাবে নির্বাচিত পণ্যসামগ্রী পাওয়া যাবে, যেমন পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, ফেস্টিভ উইয়্যার, মেক-আপ এসেনশিয়ালস, ইলেক্ট্রনিক্স, হোম ডেকর, লার্জ অ্যাপ্লায়েন্সেস, স্মার্টফোন, অ্যাক্সেসরিজ, আলেক্সা ডিভাইস ও আরও অনেক কিছু।

অ্যামাজন-ডট-ইনের 'পুজো শপিং স্টোরে' হাজার হাজার প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে যা সকলের পছন্দমাফিক চাহিদা মেটাতে পারবে। সুপরিচিত ব্র্যান্ডের পণ্যসম্ভার থেকে মনমতো কেনাকাটা করতে পারবেন গ্রাহকরা।

শুধু টপ ব্র্যান্ড নয়, 'পুজো শপিং স্টোর' থেকে 'স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেসেস'-এর প্রচুর সামগ্রী থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ মিলবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিক্রেতাদের বিশাল 'ফেস্টিভ সিলেকশন' থেকে কেনাকাটা করা যাবে। এছাড়া, গ্রাহকরা 'কাস্টম ভয়েস নেভিগেশন' ব্যবহার করে 'পুজো শপিং স্টোর' থেকে শপিং করতে পারবেন অ্যামাজন শপিং অ্যাপে আলেক্সা ব্যবহার করেও।

শিলিগুড়িতে আয়শর নতুন আপটাইম সেন্টার

শিলিগুড়ি: আয়শর ট্রাকস অ্যান্ড বাস, ভিই কমার্শিয়াল ভেহিকেলের একটি অত্যাধুনিক শোরুম খুলল শিলিগুড়ির রাধাবাড়িতে। আয়শর হল প্রথম ভারতীয় ট্রাক এবং বাস ব্র্যান্ড, যা যে কোন ধরনের রাস্তাতাতেই উন্নত জ্বালানী দক্ষতা প্রদান করবে। ২৭নং জাতীয় সড়কে বিএসএফ ক্যাম্পের উল্টোদিকে অবস্থিত আয়শর এই নতুন শোরুমে এক মাসে ৩৫০ গাড়ি সার্ভিসিং করার ক্ষমতা আছে। এটি আসলে আয়শর আপটাইম সেন্টার যেখানে ৩এস অর্থাৎ সেলস, সার্ভিস এবং স্পেয়ার্স, এই তিন ধরনের সুবিধাই পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, আয়শর এই আপটাইম সেন্টারে, গ্রাহকদের পচ্ছন্দ অনুসারে খুচরা যন্ত্রাংশ এবং অ্যাসেম্বলিগুলি যেমন পাওয়া যাবে তেমনি এখানকার কর্মচারীরাও আয়শর ট্রেনিং সেন্টার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত। ভিইসিভি-এর হেড-ডিলার ডেভেলপমেন্ট রাজেশ কুমারান বলেন, মেসার্স রাটারিয়া এন্টারপ্রেনিয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড শিলিগুড়ি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের কথা মাথায় রেখে আয়শর গ্রাহকদের জন্য সুসজ্জিত আপটাইম সেন্টার খোলা হয়েছে। এই সেন্টার থেকে গ্রাহকরা হালকা,মাঝারি এবং ভারী, ট্রাক-বাস সহ আইশার গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশও কিনতে পারবেন।

'বার্জার প্রিয় পুজো ২০২১'

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম অগ্রণী পেইন্ট প্রস্তুতকারক বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড লঞ্চ করল তাদের নবম বার্ষিক পুজো ক্যাম্পেন 'বার্জার প্রিয় পুজো ২০২১'। এর উদ্দেশ্য দুর্গা পূজা সংগঠকদের সংবর্ধনা জানানো, যারা তাদের অভিনব সাজসজ্জা ও পরিবেশ-সচেতন উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। এবছর বার্জার প্রিয় পুজো প্রতিযোগিতা শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতেও প্রসারিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতা হবে হুগলী, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায়।

বার্জার প্রিয় পুজো ক্যাম্পেনের পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে উৎসবের রঙকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং শহরের সেরা সাজসজ্জা-বিশিষ্ট ও পরিবেশ-সচেতন পূজা মন্ডপগুলিকে তুলে ধরা। পূজা কমিটিগুলির মধ্যে রঙ্গোলি তৈরির প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শহরের সবথেকে বড় আল্পনা (রঙ্গোলি) নির্বাচন করা হবে। বার্জার পেইন্টস থ্রী-ডি ডিজিটাল পুজো-পরিক্রমার মাধ্যমে দুর্গাপূজার সুগন্ধ পৌঁছে দেবে ঘরে ঘরে, বিভিন্ন প্যান্ডেলের 'লাইভ' অষ্টমীর অঞ্জলীও। অতিমারির আবহে সকলের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে বার্জার প্রিয় পুজো ওয়েবসাইটে (www.bergerpriyopujo.com)।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ডেলিভারি নেটওয়ার্ক প্রসারণ

আসানসোল: উৎসবের মরশুমের প্রাক্কালে অ্যামাজন ইন্ডিয়া তাদের অপারেশনস নেটওয়ার্ক প্রসারিত করছে, যাতে গ্রাহকদের কাছে দ্রুততার সঙ্গে পণ্য ডেলিভারি দেওয়া যায়। এজন্য অ্যামাজন তাদের ফুলফিলমেন্ট সেন্টার, ডেলিভারি স্টেশন ও ফ্রেশ সেন্টারের পরিকাঠামো মজবুত করছে এবং অপারেশনস নেটওয়ার্কে ১১০,০০০টি 'সিজনাল জব অপর্চুনিটি' সৃষ্টি করেছে।

দেশে অ্যামাজন ইন্ডিয়া তাদের ফুলফিলমেন্ট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে এবং ১৫টি রাজ্যে ৬০টি ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে ৪০ শতাংশ স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়িয়েছে। এগুলির মধ্যে লার্জ অ্যাপ্লায়েন্সেস ও ফার্নিচারের জন্য নতুন এক্সক্লুসিভ ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু ও প্রসারিত করা হয়েছে। অ্যামাজন ফ্রেশ-এর পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্যও নেটওয়ার্কের প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে অ্যামাজনের ডেলিভারি স্টেশনের সংখ্যা ১৮৫০, যেগুলির মধ্যে উত্তরপূর্বাঞ্চলের অনেক প্রান্তিক শহরও রয়েছে। এছাড়া 'আই হ্যাভ স্পেস' প্রোগ্রামে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অ্যামাজন সিকিম, ত্রিপুরা ও মণিপুরের মতো রাজ্যে আরও ৭০টি শহরে এরকম কেন্দ্র চালু করেছে।

অ্যামাজন প্রায় সব 'সার্ভিসেবল পিনকোড' এলাকায় ডেলিভারি দিয়ে থাকে, যেগুলির ৯৭ শতাংশে ডেলিভারি দেওয়া হয় ২-দিনের মধ্যে। সেইসঙ্গে ওয়ান-ডে, সেম-ডে ও সাব-সেমডে নেটওয়ার্কের পরিধিও বাড়িয়েছে অ্যামাজন ইন্ডিয়া।

প্রোগ্রামিং এবং ডেটা সায়েন্সে ডিপ্লোমা শুরু আইআইটি মাদ্রাজ-এ

আসানসোল: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ (এআইসিটি)-এ প্রোগ্রামিং এবং ডেটা সায়েন্সের তরফ থেকে দুটি ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। যে কোন শাখার স্নাতকরাই এই ডিপ্লোমা কোর্সটি করতে পারবে। এই কোর্সটি শেষ করতে প্রায় আট মাস লাগবে। কোর্স ফিতে ৭৫% ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

৪ অক্টোবর এআইসিটি-র এই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়ার পোর্টালটি উদ্বোধন করলেন এআইসিটি-র চেয়ারম্যান অধ্যাপক অনিল সহস্রাবুধে। ডিপ্লোমা এন্ট্রি কোয়ালিফায়ার পরীক্ষার জন্য আবেদনগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। আগ্রহীরা https://diploma.iitm.ac.in এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর এবং পরীক্ষার হবে ১২ ডিসেম্বর।

কোর্সটিতে ভিডিওবক্তৃতা, বক্তৃতা-ভিত্তিক প্রশ্ন, গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট ছাড়াও রয়েছে কোর্স প্রশিক্ষকদের সাথে লাইভ সেশন, যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে ব্যক্তিগত কুইজ এবং লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

এআইসিটিই-র চেয়ারম্যান, প্রফেসর অনিল সহস্রাবুদে বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ভারতের ডেটা সায়েন্স এবং প্রোগ্রামিংয়ে দক্ষ হওয়ায় অত্যন্ত জরুরি। আইআইটি মাদ্রাজ, বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম চালু করায় আমি খুশি।

লিভস্পেস-এর পরিকল্পনা

কলকাতা: ভারত ও সাউথইস্ট এশিয়ার বৃহত্তম হোম ইন্টেরিয়র ও রেনোভেশন প্লাটফর্ম লিভস্পেস ৮০টি শহরে প্রসারণের পরিকল্পনা ঘোষণা করল। এই ৮০টি শহরের মধ্যে রয়েছে ভারতের ৬০টি ও এশিয়া প্যাসিফিকের ২০টি শহর।

সংগঠিত হোম ইন্টেরিয়র সেক্টরে লিভস্পেসের বর্তমান মার্কেট শেয়ার ৬৫ শতাংশ। আগামী ১৮ মাসে ১৫০টি ডিজাইন এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে লিভস্পেস। প্রসারণের ফলে ইন্দোর, সুরাট, লক্ষ্ণৌ, মাইসোর ও অন্যান্য শহরের মডিউলার সলিউশনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে লিভস্পেস। নতুন সেন্টারগুলি দিল্লি-এনসিআর, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, আহমেদাবাদ, জয়পুর, কোচি ইত্যাদি মেট্রো ও নন-মেট্রো শহরগুলিতে বর্তমানে থাকা ২৫টির অধিক স্টোরের পরিপূরক হবে।

এছাড়াও, লিভস্পেস অতিদ্রুত তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। সেইসঙ্গে, দেশের ১০০০-এরও বেশি নতুন ডিজাইন এন্ট্রেপ্রেনিউরকে সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টাতেও রয়েছে লিভস্পেস। এর ফলে লিভস্পেসের পক্ষে ডিজাইন স্টুডিয়ো ওনারদের একটি কমিউনিটি গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা তাদের ইন্ডাস্ট্রি বেস্ট টেকনোলজি প্লাটফর্ম, ডিজিটাল সাপ্লাই চেন ও এক ট্রাস্টেড ব্র্যান্ড ব্যবহার করে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২১

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন-ডট-ইন'এর 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২১' শুরু হতে চলেছে ৪ অক্টোবর থেকে। 'স্মল মিডিয়াম বিজনেস'গুলিকে সাহায্য করার জন্য এবার ৪৫০টি শহর থেকে ৭৫,০০০ লোকাল শপ-সহ বহু স্মল সেলার যুক্ত হয়েছে দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে। এই ফেস্টিভ্যালে অ্যামাজন সেলারগণ অ্যামাজন লঞ্চপ্যাড, অ্যামাজন সহেলি, অ্যামাজন কারিগর প্রোগ্রাম ছাড়াও টপ ইন্ডিয়ান ও গ্লোবাল ব্র্যান্ডের পণ্যসামগ্রী উপস্থিত করবেন।

একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে, অ্যামাজন-ডট-ইন'এর সেলারগণ এই উৎসবের মরশুম নিয়ে খুবই আশাবাদী। তাদের ৯৮ শতাংশ মনে করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির ওপরে প্রযুক্তি ও ই-কমার্স যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ৭৮ শতাংশ অ্যামাজন সেলারের আশা তারা নতুন গ্রাহকদের কাছে পৌছাতে পারবেন, ৭১ শতাংশ জানিয়েছেন তাদের বিক্রয়বৃদ্ধি ঘটেছে ও ৭১ শতাংশ উল্লেখ করেছেন তাদের ব্যবসা আবার আগের জায়গায় ফিরতে পেরেছে এবং উৎসবের মরশুমে তারা বেশি কিছুর আশায় রয়েছেন। এবারের গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে টপ ব্র্যান্ডসমূহের ১০০০টিরও বেশি প্রোডাক্ট লঞ্চ করা হবে।

উল্লেখ্য, গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন নিরাপদ, দ্রুত ও আস্থাসম্পন্ন ডেলিভারির জন্য এবং গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য অ্যামাজন তাদের অপারেশনস নেটওয়ার্কে ১১০,০০০টি সিজনাল জব অপর্চুনিটি সৃষ্টি করেছে।

মাইক্রোসফটের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ফিউচার রেডি

আসানসোল: কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় যুবকদের প্রযুক্তিগত ভাবে প্রশিক্ষিত করতে উদ্যোগী হয়েছে মাইক্রোসফট। এই উদ্দেশ্যে স্কিল ইন্ডিয়া ভিশনের সহযোগিতায় ফিউচার রেডি ট্যালেন্ট প্রোগ্রাম চালু করল মাইক্রোসফট। এটি একটি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম যা কলেজে পড়াকালীন বা কলেজ শেষ করেও শিক্ষার্থীরা করতে পারবে। মাইক্রোসফটের লক্ষ্য, এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২০২২-২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ১.৫ লাখেরও বেশী উচ্চশিক্ষা শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থান।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে রেখে ফিউচার রেডি ট্যালেন্ট প্রোগ্রাম ডিজাইন করা হয়েছে। যেমন, লার্ন-এপ্লাই-ইমপ্লিমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে, প্রোগ্রামটি শিক্ষার্থীদেও ডিজিটাল স্কিলিং থেকে শুরু করে একটি স্যান্ডবক্স পরিবেশে সমালোচনামূলক প্রকল্পে কাজ করা ইত্যাদি। এছাড়াও মাইক্রোসফট তার লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, মাইক্রোসফট লার্ন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ডেটা এবং এআই এবং সাইবার সিকিউরিটির মতো অনটপিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মাধ্যমে লার্নিং মডিউল এবং সার্টিফিকেশনও প্রদান করবে। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য ভার্চুয়াল ক্যারিয়ার মেলার আয়োজন করা হবে যাতে মাইক্রোসফট ও পার্টনার ইকোসিস্টেমে শিক্ষার্থীরা ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ পায়।

এআইসিটিই-এর চেয়ারম্যান ড: অনিল সহস্রবুদ্ধি বলেন, ফিউচার রেডি ট্যালেন্ট প্রোগ্রামটি মাইক্রোসফটের নেতৃস্থানীয় প্রযুক্তি, যা শুধু শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ীই শিক্ষা প্রদান করেনা বরং সমালোচনামূলক প্রকল্পগুলি সমাধান করে দক্ষতা পরীক্ষা করে এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ করে দেয়।

উৎসবের মরসুম গ্রাহক পরিসেবার সঠিক সময়

শিলিগুড়ি: আসন্ন উৎসবের মরসুমের কথা মাথায় রেখে অ্যামাজন লোক প্রশিক্ষণ, ইনফ্রাসাপোর্ট এবং নতুন পণ্য সহ অ্যামাজন ইন্ডিয়ার মার্কেটপ্লেসে ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায় (এসএমবি) বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। এই বিনিয়োগের আগে অ্যামাজন ইন্ডিয়া, চলতি বছরের ৩০আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অ্যামাজন.ইন এ রেজিস্ট্রার প্রায় ২০০০ বিক্রেতাদের মধ্যে ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষায় একটি সমীক্ষা করে। দিল্লি এনসিআর, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু সহ ভারতের ২১টি শহরের অ্যামাজন বিক্রেতাদের ওপর এই সমীক্ষা চালানো হয়।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ২৮% বিক্রেতা এই উৎসবের মরসুমে নতুন পণ্য চালু করতে চায় এবং প্রায় ৫০% এই উৎসবের মরসুমেই প্রথম অ্যামাজন.ইন এর মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করতে চান। উৎসবের মরসুমে অ্যামাজন বিক্রেতাদের প্রত্যাশাগুলি হল, ৭৮% বিক্রেতা নতুন গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর কথা উল্লেখ করেছে, ৭১% বিক্রেতা বিক্রয় বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছে, ৬২% বিক্রেতা পণ্যের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছে এবং ৭১% বিক্রেতা লকডাউনের পরে ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধারের কথা উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য, সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিক্রেতা তাদের ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে উৎসবের মরসুমেই অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার সেলিং পার্টনার সার্ভিসেসের পরিচালক সুমিত সহায় বলেন, গবেষণার ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের প্রচেষ্টাগুলি এসএমবি বিক্রেতাদের চাহিদা এবং প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি যে এই উৎসবের মরসুম অ্যামাজন গ্রাহকদের সেবা দেওয়ার সঠিক সময়।

মোদীর জন্মদিন 'ওজাস ডে'

কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর জন্মদিনে স্মরণ করার জন্য দিনটিকে পঞ্চম ধাম দ্বারা "গ্লোবাল ভিশন অব প্রাইম মিনিস্টার", প্রধানমন্ত্রীর গ্লোবাল ইন্ডিয়ার ভিশন নামে ওজাস ডে হিসাবে উদযাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, গত সাত বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের দরবারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এবং কৃতিত্বের সঙ্গে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তা সে জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্যোগ, ডিজিটালাইজেশন বা নারীর ক্ষমতায়ন হোকনা কেন। রাজ্য মন্ত্রী, বিদেশ মন্ত্রী, সংস্কৃতি মন্ত্রী সহ সিনিয়র আরএসএস প্রচারক ইন্দ্রেশ কুমার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বলার সময়, ওজাস দিবসের আয়োজক ও পঞ্চম ধাম কম্বোডিয়ার সাধারণ সম্পাদক শৈলেশ ভাতস বলেন, আজকের অনুষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গতিশীল ব্যক্তিত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত। গোটা জাতি জানে যে প্রথমবারের মতো আমরা এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি যার কারণে বিষয়গুলো শুধু দেশে নয়, বিদেশেও এগিয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই আমরা আমাদের এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচিকে ওজাস দিবস নামকরণ করেছি।

মোহে'র নতুন ক্যাম্পেইন 'কন্যামান'

শিলিগুড়ি: কন্যাদান নয় কন্যামান। সময়ের সঙ্গে বদলেছে শব্দ। পরিবর্তন এসেছে বিজ্ঞাপন জগতেও। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে মান্যবর মোহে'র ক্যাম্পেইনেও। বিয়ের বাজার মানেই মান্যবর মোহে। কারণ মান্যবর মোহে হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার পোশাকে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সঠিক মেল বন্ধনের মাধ্যমে বিয়ের সময় ভারতীয় নারীর প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। তাই আজ আধুনিক ভারতের বিয়ের বাজারে মান্যবর মোহে একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে।

উল্লেখ্য, মান্যবর মোহে তাদের সাম্প্রতিক ডিজিটাল ভিডিও ক্যাম্পেইনে আলিয়া ভাটের মাধ্যমে সেই কথাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। বিজ্ঞাপনে আলিয়া ভাট একটি নতুন ধারণা সম্পর্কে বলেছেন, যা আধুনিক প্রেক্ষাপটে চিরন্তন রীতিনীতির একটি মেল বন্ধন তৈরি করেছে। যা একদিকে যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কথা বলে তেমনি অপরদিকে সমাজের প্রতি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেরও কথা তাতে ইঙ্গিতবহ। বিজ্ঞাপনটি একটি কন্যা সন্তানকে দায় হিসেবে না দেখে ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার কথা বলে। মান্যবর মোহে'রএই বিজ্ঞাপনটি "কন্যাদান থেকে কন্যামান" পর্যন্ত একটি সুন্দর পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। বেদান্ত ফ্যাশনস লিমিটেডের সিএমও বেদান্ত মোদী বলেন, মান্যবর মোহে সবসময় ভারতীয় সমাজে প্রগতিশীল নারীদের প্রতীক। মান্যবর মোহে এই বাণিজ্যিক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে।

এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেডের ৩৫০-৪০০ কোটি টাকার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় টাইলস ব্র্যান্ড এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেড (এজিআইএল) চলতি আর্থিক বছরের রপ্তানি ব্যবসাতে দ্রুতগতির বৃদ্ধির জন্য নজর দিচ্ছে। চলতি আর্থিকবছরে কোম্পানি প্রায় ৩৫০-৪০০ কোটি টাকার রপ্তানি ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার পাশাপাশি ১২০ টিরও বেশি দেশে তার ব্যবসার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করছে।

উল্লেখ্য, গত আর্থিকবছর কোম্পানির রপ্তানি বিক্রয় ছিল ২১৬ কোটি টাকা। এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. কমলেশ পাটেল বলেন, ইউএসএ, ইউরোপ, ইউকে এবং মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী রপ্তানি দেশের বড় শিল্পপতিরা বর্তমানে ৮০-৮৫% ক্ষমতায় কাজ করছে। তবে এশিয়ান গ্রানিটোর সমস্ত প্ল্যান্ট বর্তমানে ৯৫% প্লাস ধারণক্ষমতায় কাজ করছে। ফলে তাদের রফতানি বানিজ্য গতি পাচ্ছে।

সোনির ক্যামেরা

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া নিয়ে এলো এক কম্প্যাক্ট ও পোর্টেবল মিররলেস ক্যামেরা আলফা জেডভি-ই১০। ভ্লগার ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য এটি একেবারে আদর্শ ক্যামেরা। এই ক্যামেরায় সোনির অ্যাডভান্সড ইমেজিং টেকনোলজি, এক্সটেনসিভ ইউজাবিলিটি ও কাস্টম-বিল্ট ফিচার রাখা হয়েছে ক্রিয়েটরদের জন্য। এর ব্যাটারি পারফর্ম্যান্সও খুব ভাল। এই ক্যামেরাটি হাই-কোয়ালিটি ওয়েবক্যাম বা লাইভ স্ট্রিমিং ক্যামেরা হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

সোনির নতুন আলফা জেডভি-ই১০ ক্যামেরার দাম (এমআরপি): জেডভি-ই১০ (শুধুমাত্র বডি) ৫৯,৪৯৯ টাকা ও আলফা জেডভি-ই১০এল (এসইএলপি১৬৫০ কিট-সহ) ৬৯,৯৯০ টাকা। আলফা জেডভি-ই১০ ক্যামেরা পাওয়া যাবে সকল সোনি সেন্টার, আলফা ফ্ল্যাগশিপ স্টোর্স, www.ShopatSC.com পোর্টাল, প্রধান ইলেক্ট্রনিক স্টোর্স ও ই-কমার্স ওয়েবসাইটগুলি (অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্ট) থেকে।

পাঁচ রাজ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালাবে ভিসা-ন্যাসকম

কলকাতা: কোভিড মহামারিতে ভারতের এমএসএমই (মাইক্রোস্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ)সেক্টর ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সেক্টরের সাথে যুক্ত প্রায় ৭০ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উন্নতির স্বার্থে ডিজিটাল পেমেন্টের অগ্রগণ্য কম্পানী ভিসা এবং ন্যাসকম ফাউন্ডেশন যৌথভাবে নারী উদ্যোক্তদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্যোগ নিয়েছে। মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গ, এই পাঁচটি রাজ্যে ভিসা ও ন্যাসকম ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মহিলাদের ব্যবসায়িক দক্ষতাকে ডিজিটাল দক্ষতায় উন্নীত করা হবে।

ভিসা এই কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন দেশব্যাপী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাহায্য করবে তেমনি ন্যাসকম দেশব্যাপী ৬৫০-এরও বেশী স্থানীয় মহিলা কারিগরদর ব্যবসা পুনর্গঠন এবং সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ দেবে। সমস্ত সুবিধাভোগীরা এক বছরের ইন্টারনেট সংযোগ সহ একটি মোবাইল ফোন পাবে যাতে তাদের পাঠ্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ অ্যাক্সেস করতে সুবিধা হয়।

স্বরাজ প্রো-কম্বাইন হার্ভেস্টারের দাম কৃষকদের আয়ত্তে

আসানসোল: ধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য। সেই কথা মাথায় রেখে ধান চাষের সুবিধার জন্য মহিন্দ্রা বাজারে আনল নতুন স্বরাজ প্রো কম্বাইন ৭০৬০ ট্র্যাক হার্ভেস্টার। শুধু ধানই নয়, এই নতুন ট্র্যাক হার্ভেস্টারের মাধ্যমে সয়াবিনের ফসলও কাটা-মাড়াই করা যাবে। উল্লেখ্য, ফসলের গুণগত মান বজায় রেখে কম সময়ে বেশি ফসল কাটতে সাহায্য করবে।

৭২এইচপি ২৩০০ আরপিএম ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে,স্বরাজ প্রো-কম্বাইন ট্র্যাক হার্ভেস্টার যে কোন প্রাকৃতিক পরিবেশে কাজ করতে সক্ষম। এছাড়া শক্তিশালী গিয়ার বক্স এবং উচ্চ টর্কে জলবাহী মোটর এই স্বরাজ প্রো কম্বাইন হার্ভেস্টারকে কৃষি কাজের বিশেষত ধানচাষের বিশেষ উপযোগী করে তুলেছে।

স্বরাজের এমএন্ডএম লিমিটেডের সীইও হরিশ চ্যাভান বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্য স্বরাজ প্রো কম্বাইন ৭০৬০ লঞ্চ করতে আমরা খুশি। আমাদের এই নতুন ট্র্যাক হার্ভেস্টারটি কম খরচে, ফসলের গুণগত মান বজায় রেখে অধিক ফসল কাটতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গে স্বরাজের বিস্তৃত খুচরা ও সার্ভিস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই নতুন ট্র্যাক হার্ভেস্টার গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডিপ্লাস

শিলিগুড়ি: দেশের অন্যতম অগ্রণী এফএমসিজি ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া 'ফুড ফর স্পেশাল ডায়েটারি ইউসেজ স্পেস' ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান আরও মজবুত করতে নিয়ে এলো নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি প্লাস। ক্ষয়িষ্ণু অস্থি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আনা হয়েছে নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি প্লাস। এর সঙ্গে অবশ্য সুষম খাদ্যও গ্রহণ করতে হবে। এর অভিনব ফর্মুলায় রয়েছে কোয়ের্সেটিন ও লিকোরিসের বিশেষ মিশ্রণযুক্ত ভিটামিন ডি৩, ভিটামিন কে২, যা ক্ষয়িষ্ণু

অস্থিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে উপকারী। কোয়ার্সেটিন ও লিকোরিসের নির্যাসের উপাদান সমৃদ্ধ এই প্রোডাক্টটি 'বোন ডেনসিটি' ও 'কোলাজেন প্রোডাকশন' বৃদ্ধি করে এবং 'বোন ফর্মেশন'-এ সাহায্য করে।

অ্যামওয়ের বিশ্ববন্দিত 'ইনোভেশন অ্যান্ড সায়েন্স টিম' এই 'লিকোরিস অ্যান্ড কোয়ার্সেটিন ব্লেন্ড'-এর পেটেন্ট ও মূল্যায়ণ করেছে, যা বিখ্যাত এলসেভিয়ার জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এই টিম বিজ্ঞান ও গবেষণার মাধ্যমে গ্রাহকদের এযাবৎ অগ্রাহ্য হয়ে থাকা চাহিদা পূরণ করে চলেছে উদ্ভাবনী প্রোডাক্ট উৎপাদনের মাধ্যমে।

হৃদয় সুস্থ রাখতে আমন্ডের জুরি মেলা ভার

কলকাতা: হৃদরোগ, স্ট্রোক সহ কার্ডিওভাসকুলার রোগ (সিভিডি) সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর ২৯ সেপ্টেম্বর পালিত হয়, বিশ্ব হৃদরোগ দিবস। এই সিভিডি-এর কারণে প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ১৮.৬মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়।

তাই বর্তমান জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের ট্যাগ লাইন বা থিম করা হয়েছে 'সংযোগের জন্য হৃদয় ব্যবহার করুন'। যার লক্ষ্য হল, ডিজিটাল মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সিভিডি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো।

হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে গেলে নিয়মমাফিক স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন অত্যন্ত জীবনযাপন অত্যন্ত জরুরী, যা সময়ের সাথে মূল্যবান প্রমাণিত হবে। তাই দৈনিন্দন খাবারের তালিকায় আমন্ড বাদাম রাখা অত্যন্ত জরুরী।

হৃদয়-সুস্থ জীবনধারা পরিচালনার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিনেত্রী সোহা আলী খান বলেন, ভারতে আজ সিভিডি ক্রমবর্ধমান। যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। তাই প্রতিদিনের খাবারে ভিটামিন ই অর্থাৎ বাদাম থাকা খুবই দরকার। কারণ বাদাম ক্ষতিকারক এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে ও প্রতিরক্ষামূলক এইচডিএলকোলেস্টেরল বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ফিটনেস এবং সেলিব্রিটি ইন্সট্রাক্টর ইয়াসমিন করাচিওয়ালা বলেন, হার্ট সুস্থ রাখতে গেলে নিয়মিত ব্যায়াম করা অত্যন্ত জরুরী। এর ফলে একদিকে হৃদযন্ত্রের পেশী যেমন শক্তিশালী হবে তেমনি রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

ফ্যাবিন্ডিয়ার ঐতিহ্য উদযাপন জশন-ই-রিওয়াজ

কলকাতা: ছয় প্রজন্ম ধরে ঐতিহ্য উদযাপন করছে ফ্যাবইন্ডিয়া। ফ্যাবইন্ডিয়া মানেই অর্থপূর্ণ কারুকাজের সঙ্গে মিলিত উদযাপনের একত্রীকরণ। এই কথা মাথায় রেখেই উৎসবের মরসুমে ফ্যাবইন্ডিয়া তার গ্রাহকদের জন্য এনেছে জশনে-ই-রিওয়াজ। ফ্যাবইন্ডিয়া তার ঐতিহ্য উদযাপনের মাধ্যমে একদিকে যেমন তার কারিগরদের সম্মান প্রদান করে তেমনি তাদের নিত্যনতুন ডিজাইনের পোশাক প্রতিনিয়ত গ্রাহকরা উপভোগ করেন।

এই জশন-ই-রিওয়াজের গল্প শুরু হয় একটি ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে যা আমাদের অতীতে নিয়ে যায় যেখানে সময়ের সাথে অনেক গল্পই উঠে আসে। উল্লেখ্য, এই

দীপাবলীতে ফ্যাবইন্ডিয়ার কালেকশন তাদের ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করবে। বিশ্বব্যাপী ভারতীয়দের কথা মাথায় রেখেই তাদের দীপাবলী কালেকশন তৈরী করেছে ফ্যাবইন্ডিয়া। নিজস্ব সোশাল প্ল্যাটফর্ম, ফ্যাবইন্ডিয়া এবং গ্রাহকদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তুলেছে।

ফ্যাবইন্ডিয়ার দীপাবলী কালেকশনে চান্দেরি এবং মহেশ্বরের সুদৃশ্য বুনন থেকে শুরু করে থাকছে আড়ি, প্যাচওয়ার্ক, অ্যাপলিকসের সূক্ষ্ম সূচের কাজ ছাড়াও ঘিচা, গাজি সিল্কের ওপর দক্ষ কারিগরদের নিখুঁত হাতের কাজ যা গ্রাহকদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পোশাকের পাশাপাশি থাকছে ফ্যাবইন্ডিয়ার হোম ডেকোর এবং পার্সোনাল কেয়ার কালেকশন। যা দেশব্যাপী ফ্যাব ইন্ডিয়ার ষ্টোরের সাথে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও পাওয়া যাচ্ছে।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ডেলিভারি নেটওয়ার্ক প্রসারণ

দুর্গাপুর: উৎসবের মরশুমের প্রাক্কালে অ্যামাজন ইন্ডিয়া তাদের অপারেশনস নেটওয়ার্ক প্রসারিত করছে, যাতে গ্রাহকদের কাছে

দ্রুততার সঙ্গে পণ্য ডেলিভারি দেওয়া যায়। এজন্য অ্যামাজন তাদের ফুলফিলমেন্ট সেন্টার, ডেলিভারি স্টেশন ও ফ্রেশ সেন্টারের পরিকাঠামো মজবুত করছে এবং অপারেশনস নেটওয়ার্কে ১১০,০০০টি 'সিজনাল জব অপর্চুনিটি' সৃষ্টি করেছে।

দেশে অ্যামাজন ইন্ডিয়া তাদের ফুলফিলমেন্ট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে এবং ১৫টি রাজ্যে ৬০টি ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে ৪০ শতাংশ স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়িয়েছে। এগুলির মধ্যে লার্জ অ্যাপ্লায়েন্সেস ও ফার্নিচারের জন্য নতুন এক্সক্লুসিভ ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু ও প্রসারিত করা হয়েছে। অ্যামাজন ফ্রেশ-এর পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্যও নেটওয়ার্কের প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে অ্যামাজনের ডেলিভারি স্টেশনের সংখ্যা ১৮৫০, যেগুলির মধ্যে উত্তরপূর্বাঞ্চলের অনেক প্রান্তিক শহরও রয়েছে। এছাড়া 'আই হ্যাভ স্পেস' প্রোগ্রামে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অ্যামাজন সিকিম, ত্রিপুরা ও মণিপুরের মতো রাজ্যে আরও ৭০টি শহরে এরকম কেন্দ্র চালু করেছে।

অ্যামাজন প্লায় সব 'সার্ভিসেবল পিনকোড' এলাকায় ডেলিভারি দিয়ে থাকে, যেগুলির ৯৭ শতাংশে ডেলিভারি দেওয়া হয় ২-দিনের মধ্যে। সেইসঙ্গে ওয়ান-ডে, সেম-ডে ও সাব-সেমডে নেটওয়ার্কের পরিধিও বাড়িয়েছে অ্যামাজন ইন্ডিয়া।

অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল

আসানসোল: অক্টোবরের ৩ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল। এবার 'স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেসেস'-এর (এসএমবি) জন্য প্রচুর সুযোগ নিয়ে এসেছে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল। এরফলে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ইন্ডিয়ান ও গ্লোবাল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট-সহ অ্যামাজন লঞ্চপ্যাড, অ্যামাজন সহেলি ও অ্যামাজন কারিগরের মতো প্রোগ্রামের আওতায় ৪৫০টি শহরের ৭৫ হাজার লোকাল শপ-সহ অজস্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের নতুন ধরণের প্রোডাক্ট দিতে পারবেন গ্রাহকদের। কলকাতা, আসানসোল, খড়্গপুর ও শিলিগুড়ি শহরও এর আওতায় রয়েছে। অ্যামাজন প্রাইম মেম্বাররা 'আর্লি অ্যাক্সেস'-এর সুবিধা পাবেন।

এবছর অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল এক বিশেষ 'স্মল বিজনেস স্পটলাইট' স্টোর চালু করেছে অ্যামাজন-ডট-ইনে, যেখান থেকে গ্রাহকরা সারা দেশ থেকে আনা তাদের পছন্দসই উৎসবকালীন পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। এবারের অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন টপ ব্র্যান্ডের ১০০০টিরও বেশি নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ হবে।

ফেন্ডার PA300 স্পিকার

কলকাতা: ফেন্ডা অডিও বাজারে আনল F&D PA300 এবং ১০০-ওয়াট ব্লুটুথ ওয়্যারলেস পার্টি স্পিকার সিস্টেম। ফেন্ডা অডিও-র এই নতুন পার্টি স্পিকার সিস্টেমটিতে শক্তিশালী পোর্টেবল বডি, একাধিক ইনপুট এবং রিচার্জেবল ব্যাটারি থাকায় সহজেই যেকোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

হাউস পার্টিগুলির জন্য ফেন্ডা অডিওর স্পিকার সিস্টেমটি বিশেষ উপযোগী। ফেন্ডা অডিওর এই স্পিকারটি হল একটি শক্তিশালী ৭ইঞ্চি উফার এবং ২ ইঞ্চি টুইটারের একজোড়া খেলা, যা শক্তিশালী ১০০-ওয়াট এমপ্লিফায়ার দ্বারা চালিত।

উল্লেখ্য, ফেন্ডা অডিও এডিএসপ্লাস্টিক বডি ব্যবহার করে যা স্পীকারটিকে একটি বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করে। ফেন্ডা অডিও স্পীকারটির ৭,০০০ এমএএইচ রিচার্জেবল লি-আয়ন ব্যাটারি যা পার্টিতে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে একটানা পাঁচ ঘন্টা চলতে পারে। ফেন্ডা অডিও F&D PA300 নানা বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। ইউএসবি, অকি্জলিয়ারী, অপটিক্যাল,ব্লুটুথ, মাইক্রোফোন এবং গিটারের মতো একাধিক ইনপুট আছে। এর মধ্যে একটি অন্তর্নিমিত এফএম রেডিও আছে। ফেন্ডা অডিও F&D PA300-তে কারাওকে মোড রয়েছে, স্পিকারটিকে জায়গা থেকে না সরিয়ে শুধুমাত্র মাইকটি সরানো যায় এবং আইআর রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে দূর থেকেই স্পিকারটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বাজারে এল আসুস-র ভিভোবুক ল্যাপটপ

কলকাতা: উৎসবের মরসুমের আগে আসুস(অবাটঝ) বাজারে আনল ওএলইডি প্রযুক্তি যুক্ত ল্যাপটপ ভিভোবুক কে ১৫। এটি একটি সাশ্রয়ী মূল্যের ল্যাপটপ, যা প্রধানত জেনারেশন জেড ব্যবহারকারীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভিভোবুক ল্যাপটপটির ডিসপ্লেটি হল ৮৪% স্ক্রিন-টু-বডি রেশিও এবং চওড়া ১৭৮ ডিগ্রী। যা এই ল্যাপটপে কাজ করার ক্ষেত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেবে।

আসুস-এর এই নতুন ভিভোবুক কে ১৫ ল্যাপটপটি সর্বাধুনিক ১১ তম জেনারেশন যা আইরিশ এক্স গ্রাফিক্স সহ ইনটেল কোর প্রসেসরে চলে এবং চারটি সিপিইউ ভেরিয়েন্টে আসে- ইনটেল আই৩, ইনটেল আই৫, ইনটেল আই৭ এবং এএমডিআর-ফাইভ। ভোক্তাদের সবরকম চাহিদার কথা খেয়াল রেখেই ভিভোবুক কে ১৫ ল্যাপটপটি ডিজাইন করা হয়েছে। যাতে সময় বিশেষে ভোক্তার টিভি দেখার প্রয়োজনীয়তাও মেটাতে পারে।এই জন্য ভিভোবুকের স্ক্রিনটি ১৫.৬ইঞ্চির ফুল এইচডিও এলইডি প্যানেল রাখা হয়েছে যার তিন-পার্শ্বযুক্ত ন্যানো এজ ডিসপ্লে রয়েছে এবং দামও ভোক্তাদের আয়ত্তের মধ্যেই রাখা হয়েছে। আসুস ইন্ডিয়ার কনজিউমার অ্যান্ড গেমিং পিসির বিজনেস হেড আর্নল্ডসু বলেন, এই প্রথম ওএলইডি ডিসপ্লে সহ ভিভোবুক লঞ্চ করা হল যা ভোক্তাদের কাজ করার আনন্দকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলবে এবং সেইসাথে কম্পানীর ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

শ্যাডোফ্যাক্স-এর ডেলিভারি সুপার অ্যাপ

কলকাতা: ব্লু কলার চাকরির সুযোগকে বাস্তাবায়িত করার লক্ষ্যে শ্যাডোফ্যাক্স টেকনোলজিস চালু করল ডেলিভারি সুপার অ্যাপ। উল্লেখ্য, এটি ভারতের প্রথম ডেলিভারি সুপার অ্যাপ। এই সুপার অ্যাপের প্রাথমিক লক্ষ্য হল, সব কোম্পানির রাইডারদের একক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একাধিক সুযোগ অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা দেওয়া।

গত কয়েক মাসে ডেলিভারি এবং ব্লু-কলার চাকরির সুযোগ দেশে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত, একাধিক অ্যাপে একসাথে সাইন ইন করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই অসুবিধা দূর করতেই ডেলিভারি সুপার অ্যাপ চালু করেছে শ্যাডোফ্যাক্স টেকনোলজিস। এই প্রক্রিয়াটি যেমন সময় বাঁচায় তেমনি শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পূর্ণ তথ্যের অ্যাক্সেস প্রদান করে। উল্লেখ্য, শ্যাডোফ্যাক্স-এর এই ডেলিভারি সুপার অ্যাপটি একাধিক ভারতীয় ভাষায় চালু হবে।

হয় খেলায় উন্নতি করুন, নয়ত বিশ্ব বাংলা ফেরত দিন

কেন্দ্রকে চিঠি রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের

জলপাইগুড়ি: অনেক স্বপ্ন নিয়ে রাজ্য সরকার সাই কর্তৃপক্ষের হাতে বিশ্ববাংলা তুলে দিয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছর পর হিসাব মেলাতে গিয়ে জলপাইগুড়ি ক্রীড়ামহলে মোহভঙ্গের যন্ত্রণার ছবিটাই বেশি করে ধরা দিল। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রতিভা খুঁজে বের করার জন্য সাইকে বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গন দেওয়া হয়েছিল। যদিও দীর্ঘদিনেও সাই সেই কাজ করে উঠতে পরেনি। উপরন্ত বর্তমানে ক্রীড়াঙ্গনটি একটি পরিত্যক্ত জায়গায় পরিণত হয়েছে। এমনকি সেখানে গবাদি প্রাণীও চড়তে দেখা গেছে। বিশ্ব বাংলায় সাই এর পরিকাঠামো উন্নতি না করাতে জলপাইগুড়ি সহ উত্তরের উঠতি খেলোয়াড়দের যেতে হচ্ছে বাইরের রাজ্যে। তাই জলপাইগুড়ি বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গন ও সাই সেন্টার নিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রককে কড়া চিঠি দিয়েছে রাজ্য সরকার। চিঠিতে বলা হয়েছে, তিন মাসের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ক্রীড়াঙ্গন সাইয়ের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, এর আগে দুইবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রককে বিষয়টি

নিয়ে চিঠি লিখলেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রককে অনুরোধ করা হয়েছে তিন মাসের মধ্যে রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে সাই যাতে ক্রীড়াঙ্গনটি ঠিকমত ব্যবহার করে। অন্যথায় রাজ্য ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফ থেকে সাইয়ের সঙ্গে থাকা এমওইউ ভেঙ্গে সেন্টারটি ফিরিয়ে নিতে রাজ্য সরকার বাধ্য হবে। উত্তরের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জন্য রাজ্য সরকার ঢেলে সাজাবে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনকে।

বছর পাচেঁক আগে বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে সাইয়ের সেন্টার শুরু হয়। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৯০ জন আবাসিক ক্রীড়াবিদ রয়েছে। তবে করোনা সংক্রমণের কারণে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে গতবছর মার্চ থেকে ক্রীড়াঙ্গনের একাংশে কোভিডের চিকিৎসা কেন্দ্র চালু হয়। তারপর থেকেই খেলাধূলা একপ্রকার বন্ধ রয়েছে বলে জানা গেছে। সেন্টার সূত্রের খবর, চলতি অর্থবর্ষে সেন্টারের মানোন্নয়নের জন্য দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ তিরন্দাজীর শেড সহ অন্য পরিকাঠামো তৈরি ও আবাসিকদের বাসস্থানের পেছনে খরচ হওয়ার কথা। কিন্তু ক্রীড়াঙ্গন পুরোপুরি নিজেদের অধীনে না থাকায় সেই কাজ করা যাচ্ছেনা। জলপাইগুড়ি সাই সেন্টারের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক ওয়াসিম আহমেদ বলেন, আমরা নিয়মিত ভাবে সেন্টারের দেখাশোনা করছি। স্থানীয় কিছু অ্যাথলিটদের নিয়ে সামান্য কিছু খেলাধূলা শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার অনুমতি দিলে পুরোদমে অনুশীলন শুরু হবে।

এদিকে ক্রীড়াঙ্গন ব্যবহার প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। তাঁর কথায়, জলপাইগুড়ি সাই সেন্টার নিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। সেন্টারের মানোন্নয়ন নিয়ে ক্রীড়া মন্ত্রক যথেষ্ট আন্তরিক। সাইও সফল ভাবেই সেন্টার পরিচালনা করছে। তবে রাজ্য সরকার সব বিষয়েই রাজনীতি করে তাই খেলাধূলাও তার উর্ধ্বে নয়।

জলপাইগুড়ি জেলা ইনডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রতন গুহ বলেন, বিশ্ব বাংলায় তিনটি কোর্ট আছে। কিন্তু বাকী যে ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে সেখানে অনায়াসে আরও ছয়টি কোর্ট তৈরি করা যায়। ২০১৬ সালের ইস্ট জোনের সময় তাই করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর স্টেডিয়াম ব্যবহারের সুযোগ হয়নি। শিল্প সমিতি পাড়ায় আমাদের দুটি কোর্ট আছে। কিন্তু আমাদের অত আধুনিক প্লাই কেনার ক্ষমতা নেই। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার যদি স্টেডিয়াম ফিরিয়ে নিয়ে আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়ে দেয় তাহলে জলপাইগুড়ির খেলোয়াড়রা বেশ উপকৃত হবে। তখন আর প্রীতম প্রসাদ, সম্পীতি পালের মত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের অনুশীলনের জন্য হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুতে ছুটে যেতে হবে না।

হোপ কাপ চ্যাম্পিয়ন দলসিংপাড়া

ওদলাবাড়ি: ২৬ সেপ্টেম্বর বাগ্রাকোটের ভানু ময়দানে আয়োজিত ডুয়ার্স হোপ কাপের ১৬ দলীয় কৃষ্ণ ছেত্রী ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দলসিংপাড়া ফুটবল অ্যাকাডেমি। ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে ২-০ গোলে তারা সেবক বাজারের ভীম একাদশকে হারিয়ে দেয়। বিজয়ী দলের হয়ে গোল করেন ভীম ভুজলে। প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা নির্বাচিত হয়েছেন হেমরাজ ভুজলে। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন দলসিংপাড়ার প্রদীপ লামা এবং প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন সজল মুন্ডা। সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন ভীম একাদশের বান্টি ওরাওঁ এবং সেরা উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার পান বাগ্রাকোটের ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমির প্রতীক গুরুং।

জয়ী বনবাড়ি

করণদীঘি ও টুঙ্গিদীঘি: বাজারগাঁও গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন ক্ষেমপুর আদিবাসী টিকলামাঝি ক্লাবের ফুটবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হল বন বাড়ি ক্লাব। ২৬ সেপ্টেম্বর ক্ষেমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে বনবাড়ি ক্লাব ১-০ গোলে কদমডাঙ্গী ক্লাবকে হারিয়ে দেয়। পুরস্কার স্বরূপ চ্যাম্পিয়নসরা ট্রফি ছাড়াও ৩৫ হাজার টাকা পায় এবং রানার্স আপরা পায় ট্রফি সহ ২৫ হাজার টাকা।

চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি উইমেন্স

শিলিগুড়ি: ২৬ সেপ্টেম্বর চম্পাসারির ঢাকনিকাটা মাঠে আয়োজিত মেয়েদের বীরসামুন্ডা ক্লাবের ফুটবল ম্যাচে ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি উইমেন্স কোচিং সেন্টার। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-১গোলে এফসি শিলিগুড়িকে হারিয়ে দেয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ম্যাচ ছিল গোল শূণ্য। উল্লেখ্য, সেমিফাইনালে জলপাইগুড়ি জিতেছে মালবাজার পিএস-এর বিরুদ্ধে। অন্য সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি সিটি হারিয়ে দেয় গোয়ালপোখোরের নন্দঝাড় ছাত্রসমাজকে। ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় জলপাইগুড়ির গোলরক্ষক পুষ্পা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুর নিগমের প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব। খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য, ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা প্রমুখ।

বিগব্যাশে শিলিগুড়ির রিচা

শিলিগুড়ি: সেপ্টেম্বরের অস্ট্রেলিয়া সফরে ওডিআই ফরম্যাটে অভিষেক হয়েছে এই বঙ্গ তনয়ার। এবার মহিলাদের বিগব্যাশ লিগেও দেখা যাবে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষকে। আগামী মরসুমের জন্য হোবার্ট হ্যারিকেন্স শিলিগুড়ির মেয়ে রিচাকে দলে নিয়েছেন। অসিদের বিরুদ্ধে অভিষেক ওডিআই ম্যাচে ৩২ রান করেছিলেন রিচা। দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি ৪৪ রান করেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে রিচার সাহসী ব্যাটিং দেখেই তাকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় হোবার্ট। উল্লেখ্য এর আগে মহিলাদের বিগব্যাশে ভারতের স্মৃতি মন্ধানা, দীপ্তি শর্মা, শেফালি ভার্মা ও রাধা যাদব খেলেছেন। আর

এবার পঞ্চম ক্রিকেটার হিসেবে বিগব্যাশে পা রাখতে চলেছেন রিচা। বলাবাহুল্য বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম মহিলা ক্রিকেটার যিনি, অস্ট্রেলিয়ায় মহিলাদের সবচেয়ে আলোচিত টি-২০ লিগে খেলবেন। মান্ধানা ও দীপ্তি আসন্ন বিগব্যাশে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সিডনি থান্ডাসের হয়ে খেলবেন।

মাত্র ১৭ বছর বয়েসে শিলিগুড়ি থেকে উঠে এসে অস্ট্রেলিয়ার মত কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে যে ডাকাবুকো মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন রিচা তারপর থেকেই তাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ভরতীয় ক্রিকেট মহল। শুধু ব্যাটিং নয় উইকেটকিপিং-এও রিচা ভরসা জুগিয়েছে টীম ম্যানেজমেন্টকে। ভারতীয় ক্রীড়া মহলের ধারনা বিগব্যাশের মত লিগে খেলে নিজের অভিজ্ঞতা আরও বাড়িয়ে নিতে পারবেন রিচা।

রূপো জিতে বাড়ি ফিরল নিকিতা ও সোনালি

বেলাকোবা: সম্প্রতি উজবেকিস্তানে আয়োজিত ১৮ অনুর্ধ্ব এশিয়া রাগবি মহিলাদের প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়েছিল ভারতীয় দল। সেই দলের সদস্য ছিলেন উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের দুই কন্যা নিকিতা ওরাঁও ও সোনালি ওরাঁও। ২৯ সেপ্টেম্বর সকালে তারা বাড়ি ফিরতেই খুশির হাওয়া বয়ে গেল সরস্বতীপুর চা বাগানে। স্বাভাবিক ভাবেই ঘরের মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বাসিত সকলেই।

একদিকে মেয়েদের সাফল্য অন্যদিকে দীর্ঘ কুড়ি দিন পরে তাদের কাছে পেয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না নিকিতার বাবা লালু ওরাঁও ও মা সুমিতা দেবী। একই অবস্থা সোনালির বাবা রাজেশ ওরাঁও ও তার মা স্বপ্না দেবীর। নিকিতা ও সোনালি তাদের রূপোর মেডেলটি বাবা-মাকেই উৎসর্গ করেছে।

রাজ্য মহিলা রাগবি কোচ রসুন খাখা বলেন, চা বাগানের এই দুই কন্যাকে ব্লকের তরফ থেকে ২ অক্টোবর সংবর্ধনা দেওয়া হবে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও তথ্য বিভাগের কর্মাধক্ষ্য দেবাশিষ প্রামাণিক জানিয়েছেন, জেলার গর্ব নিকিতা ও সোনালিকে পুজোর পর ২৫ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রতিকূলতা পেরিয়ে জাতীয় স্তরে দুই কিশোর মৃত্যুঞ্জয় রায় ও বিপ্লব সিংহকার্জি

কোচবিহার: কৃষি জমি থেকে জাতীয়স্তরে খেলার দূরত্ব অনেকটাই। সেই দূরত্ব আর প্রতিকূলতা পেরিয়ে আজ বাংলা দলে জাতীয় স্তরে জায়গা করে নিয়েছে জেলার প্রত্যন্ত এলাকা, ভাটলাগুড়ির দুই কিশোর মৃত্যুঞ্জয় রায় ও বিপ্লব সিংহকার্জির। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরে জামশেদপুরের টাটানগরে অনুষ্ঠিত ন্যাশন্যাল আর্চারি প্রতিযোগিতায় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করনে তাঁরা।

অর্থাভাব ওঁদের চিরকালের সঙ্গী। তাই বড় কোনও প্রতিযোগিতা এলেই মৃত্যুঞ্জয় ও বিপ্লবের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে যায়। ভালো পারফরমেন্সের জন্য প্রয়োজন নামী কোম্পানীর তীর ধনুক। কিন্তু টাকার অভাবে সেগুলি কেনার ক্ষমতা তাঁদের নেই। তাই সাহায্যের জন্য নির্ভর করতে হয় বন্ধুদের ওপর। রোজগারের জন্য মাঝেমধ্যেই জমিতে কৃষিকাজে হাত লাগায় মৃত্যুঞ্জয়রা।

কেচবিহার দুই ব্লকের আমবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার ভাটলাগুড়ির বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয়। বাবা মলিন রায় শোয় কৃষক। দিন আনা দিন খাওয়া এই পরিবারে ছেলের তিরন্দাজি শেখাটা যেন অনেকটা বিলাসিতা। অর্থাভাব থাকলেও নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকে ২০১৬ সাল থেকে স্থানীয় মন্টু মুন্ডার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেন মৃত্যুঞ্জয়। পরিকাঠামোর অভাবে কখনও রাস্তায় আবার কখনো ধানক্ষেতে অনুশীলন করতে হয় তাঁকে। এখান থেকেই তিরন্দাজের বাংলা দল গঠনের ট্রায়ালে সুযোগ পায় মৃত্যুঞ্জয়। ট্রায়ালে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইন্ডিয়ান রাউন্ডে বাংলা দলের হয়ে খেলার সুযোগ পায় মৃত্যুঞ্জয়। তিনি বলেন, তিরন্দাজি শেখার জন্য যে সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তা আমার নেই। ফলে ঠিকমত অনুশীলন করতে পারিনা। আশা করি বাংলা দলের হয়ে খেলার যে সুযোগ পেয়েছি তা ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারব।

বিপ্লব সিংহকার্জিও ওই মন্টুবাবুর কাছ থেকেই তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি সাইয়ের হাজির কুমারের কাছে প্রশিক্ষণরত। তাঁর বাব নরেন সিংহকার্জি রাজস্থানে শ্রমিকের কাজ করেন। বিল্লব, কমপাউন্ড রাউন্ডে বাংলা দলের হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। বিপ্লবের আক্ষেপ এই রাউন্ডে খেলার জন্য যে ধরনের নামী কোম্পানীর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা তাঁর কাছে নেই। বিপ্লব জানায়, কোচ বলেছেন যত দ্রুত সম্ভব কিছু যন্ত্রপাতি কিনতে হবে। কিন্তু সেই টাকা কোথায় পাব বুঝতে পারছিনা। বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে কাজ চালাচ্ছি। এর আগেও বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব থাকায় ভালো ফল করতে পারিনি। কোচ মন্টু মুন্ডা বলেন, ঠিকমত তিরন্দাজি শেখার জন্য যা যা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা ওদের নেই। এত অসুবিধার মধ্যেও ওরা সফল হচ্ছে। আশা করি জাতীয় স্তরে ওরা ভালো ফল করবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলের পার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং 'জনবার্তা' প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পন্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96